৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৭ কার্তিক – ২৩ কার্তিক, ১৪২৪ ঃ ৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 3, 4 November - 10 November, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইলেকট্রনিক ভোট যন্ত্রে আগামী পঞ্চায়েত ভোট

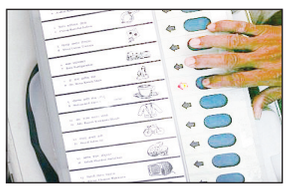

করার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব খারিজ করে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বচ্ছ ভোটের দাবি উপেক্ষা করে এখানেও উঠে এল আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন। বাড়তি ভোট যন্ত্র কেনার ক্ষমতা নেই সরকারের। অথচ একসময় ভোট যন্ত্রের দাবিতে ভোট করার দাবিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলতেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা। কোনও যুক্তি তিনি শুনতে চাইতেন না।

রবিবার : অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ২ গোলে

পিছিয়ে থেকেও ৩ গোলে স্পেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ইংল্যান্ড। যুবভারতী স্টেডিয়ামে ৭ গোলের এমন বর্ণময় ফাইনাল দেখে আপ্লুত কলকাতাবাসী।

সোমবার : ডেঙ্গু ও জ্বর যখন রাজ্যের জেলা থেকে শহরে মনুষ্য

সমাজকে নাজেহাল করে তুলছে তখন রেফার করার অভিযোগে ডাক্তারদের কাঠগড়ায় তুলেছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এবার পাল্টা আঘাত হেনে ডাক্তাররা সোচ্চার হলেন পরিকাঠামোর দাবিতে। তাঁদের বক্তব্য পরিকাঠামো ভাল হলে তো রেফার করতে হয় না।

মঙ্গলবার : কেন্দ্রীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না রাজ্য

সরকার। সরকারি সুবিধায় আধার বাধ্যতামূলক করার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই পাঠ শিখতে হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

বুধবার : বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় ব্যবসা-বান্ধব দেশের মাপকাঠিতে

৩০ ধাপ এগোল ভারত। ১৯০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান এখন ১০০ নম্বরে। মোদীর লাগাতার সংস্কার প্রক্রিয়া এই সাফল্যের বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার : দাগী নেতারা যাতে জীবনে আর কোনওদিন

ভোটে লড়তে না পারে সেই প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছে দেশের নির্বাচন কমিশন। আদালত জানতে চেয়েছে জনপ্রতিনিধিদের মামলার অগ্রগতি। প্রয়োজনে গড়া হতে পারে পৃথক আদালত।

শুক্রবার : মুখে যতই সন্ত্রাস মোকাবিলার কথা বলুক না কেন,

জইশ প্রধান মাসুদ আজহারকে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব ফের ভেটো দিয়ে রুখে দিল চিন। হতাশ ভারত ও আমেরিকা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

তথ্য গোপনের বলি সাধারণ মানুষ

ডেঙ্গুর শিকার: মৃত ২, আক্রান্ত ১৩৩৫ জন

কুনাল মালিক

দীপাবলীর আগে থেকেই রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু আতঙ্ক এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সেই অর্থে এখনও শিরোনামে আসেনি। কিন্তু ২৯টা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সূত্র মারফৎ খবর পাওয়া যাচ্ছে এই জেলার ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে সরকারি আধিকারিকরা আসল তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই গোটা জেলায় অনেকে ডেঙ্গুর বলি হয়েছেন— এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নার্সিংহোমের মালিক বললেন, দেখুন জেলায় মিটিংএ সরকারি আধিকারিকরা বলেছেন, ডেঙ্গুতে মারা গেলেও তা লেখা যাবে না, লিখতে হবে ''আননোন ফিভার''।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা

২৫ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত

বারুইপুর –	১৬৯ জন
ভাঙ্গড়-১	৭০ জন
ভাঙ্গড়-২	৩০০ জন
মহেশতলা	৪৪ জন
রাজপুর-সোনারপুর	১৭০ জন
বজবজ-২	১২ জন

তাই আমাদের করণীয় কিছু নেই। সরকারি পরিসংখ্যান মানতে নারাজ ওই নার্সিংহোমের মালিক। তাঁর মতে ডেঙ্গুতে মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, আমরা এ ধরনের নির্দেশ দিইনি। এখনও পর্যন্ত জেলায় ২ জনের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে। রাজপুর-সোনারপুরে তিনি মারা গিয়েছেন তাঁর রক্তের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মৃত দুইজন হলেন ভাঙড়-২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা। কারো রক্তের রিপোর্ট এনএস-১ পজিটিভ হলেই ডেঙ্গু হয় না। এরপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হয়। ডাঃ মুখার্জী বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক নয়। তবে মানুষকে সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন ব্লকে সরকারিভাবে নজরদারী এবং সচেতনতা মূলক প্রচার চলছে। জমা জল পরিষ্কারের ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে অযথা গুজব ছড়িয়ে প্যানিক করা হচ্ছে। এই সময় ভাইরাল ফিভার হয়।

তাই জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করুন। বাঙ্গুর হাসপাতালে ম্যাক অ্যালাইজা করার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ তরুণ রায় বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩৫ জন। মারা গিয়েছেন ২ জন। পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে। এক শ্রেণির চিকিৎসকরা অযথা আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ব্যবসায়িক মুনাফা করতে চাইছেন। জেলা পরিষদ ও জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহিরউল ইসলাম এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মুখ্যমন্ত্রীকে থোড়াই কেয়ার পুরসভা ও পঞ্চায়েতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। এমতাবস্থায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া অতিক্রম করে রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি

জেলায় ডেঙ্গু যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তাতে নিঃসন্দেহে এই রোগটি সরকারকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনার পাঁচটি মহকুমার ডেঙ্গু প্রায় মহামারীর আকার নিয়েছে। একে নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সহ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এখনও প্রায় ব্যর্থ। আর এই দফতরটি তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতেই রয়েছে। একারণে তিনি ব্যাপকভাবেই অস্বস্তিতে। তাই গত সোমবার ৩০ অক্টোবর তিনি নবান্নে একটি বৈঠক ডাকেন। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও মশা নিধনে বিভিন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকায় তিনি রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেন। এমনকি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সদর্থক কাজ ও কার্যকরী পদক্ষেপ না করলে তিনি সংশ্লিষ্ট পুরবোর্ড ভেঙে দেবেন বলে হুঁশিয়ারিও দেন। এর পাশাপাশি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাকেও তিনি ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধিতে দায়ী করেন। একথা ঠিক, নভেম্বর মাস পড়ে গেলেও রাজ্যে এখনও শীতের দেখা নেই। তার উপর গরমের পাশাপাশি থেকে থেকে নিম্নচাপ ডেঙ্গুর বাড়-বাড়ন্তে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। এসবের ফলেই ডেঙ্গু এভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। লাগাতার মৃত্যু মিছিলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। আর এই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের এহেন ব্যর্থতাকে বিরোধীরা পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে হাতিয়ার করে তুলবে। আর এই সম্ভাবনার আশঙ্কাই মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তির কারণ। উল্লেখ্য, বিগত ৩৪ বছরের বাম আমলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার দফারফা করে ছেড়েছিল। তারা গোটা রাজ্য জুড়ে যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটা হল ক্যাডাররাজ। এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতা পুরসভার অনন্য কীর্তি!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্যের তকমায় মোড়া কলকাতা পুরসভার কাজকর্ম অমৃত সমান। যত শোনা যাবে ততই পূণ্যলাভ। এমনই একটি অভিজ্ঞতা লাভ করল দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অঞ্চলের বাসিন্দারা। দুর্গা পুজোর বিসর্জনের বিতর্ক কাটতে না কাটতেই এসে গেল কালীপুজোর বিসর্জন। চেতলার একটি ক্লাব কালীপুজোর বিসর্জনের জন্য সম্প্রতি হেরিটেজ ঘাট হিসাবে ঘোষিত টালিনালা বা আদি গঙ্গার ধারে চেতলার প্রসন্নময়ী ঘাট পরিষ্কার করার আবেদন জানায় পুরসভায়। স্থানীয় থানাতেও জমা পড়ে আর্জি। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয় এই আবেদনের খবর।

কালীপুজোর পরদিন চেতলার হেরিটেজ প্রসন্নময়ী ঘাটের অবস্থা। –নিজস্ব চিত্র

এরই মধ্যে থাবা বসাতে শুরু করেছে ডেঙ্গু। কিন্তু পুরসভার তাতে কি? পরিষ্কার তো দূরস্ত ওই ঘাটে বহু বিসর্জনের কথা থাকলেও একবার দেখতেও আসেন নি কোনও পুরপ্রতিনিধি। সকলেই মেতে উঠল কালী আরাধনায়। পরদিন বিসর্জনের সময় ঘাটে গিয়ে দেখা গেল আবর্জনা আরও দ্বিগুণ বেড়েছে। সঙ্গে অতি যত্নে হাঁড়ি, ধুনুচি, মালসায় লালিত হচ্ছে মশার আঁতুরঘর। এই বঞ্চনা কেন? চেতলাবাসীর প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ পুরকর্তারা। অবশেষে পুজোর উদ্যোক্তারাই কোনওরকমে আবর্জনা সরিয়ে নিরঞ্জন করলেন প্রতিমা। পরে এসে গেল ছট পুজো। গঙ্গার পুজারিরা বাধ্য হয়ে কাজে নামলেন ঘাট পরিস্কারে। পুরসভা কিন্তু আজও ঘুমোচ্ছে।

আদিগঙ্গার পাড় ধরে কালীঘাট ও চেতলায় রয়েছে অজস্র ঘাট। প্রায় প্রত্যেকটি আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে পরিণত। ব্যতিক্রম শুধু মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থানের কাছাকাছি দু-তিনটি ঘাট। সেখানে আবর্জনা জমলে পরিস্কারের হুড়োহুড়ি। পুরসভার নিঃশব্দ বক্তব্য কালীঘাট ও চেতলাবাসীর মধ্যে একমাত্র সাফ-সুতরো ঘাট ব্যবহার করার অধিকার ভিআইপিদেরই। অন্যান্য ঘাটগুলির পাড়ের বাসিন্দারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা ধরেই নিয়েছে মেয়র শুধু 'দিদি'-র প্রিয় পাত্র হওয়ার বাসনায় মগ্ন, কলকাতাবাসীর নয়। এ ব্যাপারে দেবব্রত মজুমদার এমএমআইসি (টালিনালা) জানান, 'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পের অর্থ পুরসংস্থায় এলে সেই অর্থ দিয়ে হেস্টিংস থেকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুইপাড়ের যতোগুলো ঘাট রয়েছে সবকটি ঘাটের সংস্কার হবে। এবং দুপাড়ে মোট ৬টি 'সুয়ারেজ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' তৈরি হবে।

এখন পুরসভায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে ডেঙ্গু নিয়ে হাহাকার। মশা সামলাতে শত কামান দাগলেও কিছুই করার থাকছে না পুরকর্তাদের। কারণ গোড়ায় যে গলদ। ঘাটের এইসব জঞ্জাল বা জল থেকে মশা ছড়াচ্ছে দেদার। তাই গোড়াতেই লক্ষ্য দিলে হয়তো মানুষের উপকার হবে। এলাকার ক্লাব জানিয়েছে তাঁরা চিঠি দিয়ে তাদের বিধায়ক তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন।

শীতের আমেজে মুকুলের আগমন পদ্মবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যাশা মতই তৃণমূলের প্রাক্তণ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মুকুল রায় গায়ে চাপালেন পদ্মফুলের জার্সি। বাধা ছিল নারদা, সারদা এবং বর্তমান বিজেপির পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি। কিন্তু রাজনীতির দাবার ছকে কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াল না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের মুকুট থেকে সবচেয়ে মূল্যবান রত্নটি খসে পড়ল। মমতার তৃণমূলে মুকুলের বিকল্প যে এখনও যে পাওয়া যায় নি তা শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে মমতার সরাসরি সাক্ষাৎকার বুঝিয়ে দিল। মুকুল থাকলে এই কাজটি সম্ভবতঃ মুকুলই করতেন।

যাই হোক এখন প্রশ্ন হল সারদা-নারদার দাগ লাগা মুকুলকে অমিত শাহরা গ্রহণ করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মূলত দুটি কারণের দিকে নির্দেশ করছেন। প্রথমত, বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি যে লড়াই চালাচ্ছে তা কিছুতেই দানা বাঁধছে না কোনও গ্রহণযোগ্য মুখের অভাবে। সেই মুখের অভাব মুকুলকে দিয়ে মেটাতে চাইছে বিজেপি। অমিত শাহরা বুঝেছেন ইতিমধ্যে মুকুল তৃণমূলে শহিদ হয়ে বাংলার রাজনীতিতে বেশ খানিকটা স্থান দখল করে ফেলেছেন। এর সঙ্গে মুকুলকে নেওয়ার আর একটা সুবিধা আছে। একেবারে বুথস্তরে সংগঠন ছড়িয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুকুলের সঙ্গে রয়েছে কিছু সংখ্যক কর্মী বাহিনী। দলের সংগঠন মজবুত করতে এই মুহূর্তে মুকুলের জুড়ি মেলা ভার। এই লোভ ছাড়তে পারে নি বিজেপি। ফলে আগামী দিনে বিজেপির রাজ্যকমিটিতে হতে পারে নানা বদল। আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলের। তবে নিচুতলার খবর মুকুল রায়কে সামনে রেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে মুখিয়ে রয়েছে বিজেপি কর্মীরা।

তবে মুকুলের সামনে এখন পারফরম্যান্স দেখাবার কঠিন চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ মমতার ভাই-বোনেদের। মুকুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোধ করতে হবে দলের ক্ষয়। তৃণমূলের জন্মের সময় সখ্যতা ছিল পদ্মফুলের সঙ্গে। এখন বৈরিতা। বাংলার রাজনীতিতে নতুন স্বাদের লড়াই। সামনের পঞ্চায়েতে কোয়ার্টার ফাইনাল। লোকসভায় সেমিফাইনাল। বিধানসভায় মেগা ফাইনাল।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

পরিবেশের ত্রিফলা

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দফতর যদি সেতার আর সন্তুরের যুগলবন্দী হয় তাহলে তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করছে কলকাতা পুরসভা। মহানগরের পরিবেশ দফারফার এই জলসায় নির্বিকার অসহায় দর্শকের ভূমিকায় তিলোত্তমাবাসী। ডেঙ্গু তো সরাসরি আঘাত এনেছে মহানগরের জীবনে। সঙ্গে রয়েছে শব্দের দাপট। কানফাটা-হৃদয় কাঁপানো ডিজে এবং শব্দবাজি এখন মহানগরের রাজনৈতিক নেতাদের ছেলে ভোলানোর হাতিয়ার। এমন দুটি 'ডাইরেক্ট কিলার' ছাড়াও উপরোক্ত তিন দফতরের বদান্যতায় তিলোত্তমার বাতাসে বাসা বেঁধেছে 'সাইলেন্ট কিলার' গাড়ি দূষণ।

এমন কড়া মন্তব্যে প্রতিবেদন শুরু কারণ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। তিনি প্রায়ই বলেন বাংলা সব কিছুতে এগিয়ে, বাংলা যা পারে অন্যরা পারে না। কলকাতা মহানগরের পরিবেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য একেবারে ডাহা ফেল। প্রথমত মহানগরের পরিবহন ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ সিএনজি চালুর নির্দেশ অন্যান্য শহরে চালু হয়ে গেলেও কলকাতা পারে নি। সম্ভবত রাজনৈতিক ফায়দার ফাঁসে হাসফাঁস করছে কলকাতাবাসীর ফুসফুস। এখনও এখানে চলছে কাটা তেলের বেআইনি অটো। ট্রাক-লরি-পুরনো ট্যাক্সি-বাসের কালো ধোঁয়া বলে দেয় সি এফের নামে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে মোটর ভেহিকেলগুলিতে। রাস্তার পাশের গাছের পাতার প্রলেপ পরীক্ষা করে সম্প্রতি গবেষকরা দেখিয়েছেন এ শহরের ডিজেল দূষণ মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে তৈরি। অথচ পরিবহন-পরিবেশ ও স্বাস্থ্য দফতর নির্বিকার। ফলে কলকাতা শহরে সিএনজি চালুর দাবিতে পরিবেশবিদদের ফের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে আদালতের।

একদিকে পেট্রোলিয়াম দূষণ যখন শহরবাসীর ফুসফুস কেড়ে নিচ্ছে তখন তাদের বধির করে দিতে উদ্যত শব্দের দাপট। শব্দবাজির বাৎসরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি নিত্য উপদ্রব হল জলসার নামে যখন তখন রাস্তা বন্ধ করে মঞ্চ বেঁধে মাত্রা ছাড়ানো গজিয়ে ওঠা শব্দের কারখানা। পরিবেশ দফতর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোথায়? তারা পালিয়েছে। কারণ ওই সব মঞ্চেই তো শোভা পাচ্ছে স্থানীয় নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ক-কাউন্সিলরদের উপস্থিতি। অতএব শব্দের মাত্রা ছাড়ালেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই সময়ের বিধিভঙ্গেও। এক নগরবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় ফোন করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখুন। আমরা দেখছি। অনুষ্ঠান শেষ হলেই সব থেমে যাবে। ভদ্রলোক পুলিশের মহামন্ত্র ১০০তেও ডায়াল করলেন। সেটিও বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল। অগত্যা তিনি দরজা জানালা বন্ধ করলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই হয় নি। কানে তুলো গুঁজে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সকালে উপরি পেয়েছেন থানায় জানাবার জন্য স্থানীয় যুবকদের চোখরাঙানি।

তৃতীয় অনুষ্ঠান ডেঙ্গু কাহিনী তো অমৃত সমান। শহরের পরিবেশ তো অনুকূল ছিলই তার সঙ্গে আছে কলকাতা পুরসভার নির্বিকার চিত্ত। ফলে মশাদের দোষ দিয়ে শুধু শুধু প্রশাসনের বিরাগভাজন হওয়ার কোনও মানেই হয় না। কলকাতাবাসীর অন্তত এনিয়ে কোনও কথা বলাই উচিত নয় কারণ তাদের মহামান্য মেয়রই আবার পরিবেশ মন্ত্রী। ফলে আবর্জনার স্তূপ কলকাতার পথে-ঘাটে-পাড়ায়-পাড়ায়। মশা নিধনের তেল? মহানগরবাসী বহুদিন ভুলেছে সে বিলাস। পিঠে বোঝা নিয়ে দু-একজন রাস্তার ধারে কদাচিৎ কিছু ছেটান বটে। কিন্তু সে কি তেল? জলের সঙ্গে মিশে যায় যে। মেয়রের তেল, জলে মিশলেই বা ক্ষতি কি? এভাবেই গান কবিতায় সচেতনতার আবহে শ্মশানের পথে পা বাড়াচ্ছেন তিলোত্তমার দুর্ভাগারা। ল্যাবরেটরিতে কিন্তু চরম ব্যস্ততা। পরীক্ষা চলছে অজানা জ্বর বা ডেঙ্গু কোনটা লিখলে মুখ্যমন্ত্রী খুশি হবেন। তার উপর রাখতে হচ্ছে অন্য রাজ্যের পরিসংখ্যানও। তাকেও ছাপিয়ে গেলে চলবে না। পুরকর্তাদের মুখোমুখি হলেই জানিয়ে দিচ্ছেন না, না, ডেঙ্গুর কোনও খবর নেই। ওসব বিরোধীদের মিথ্যে প্রচার। তাদের সাফ কথা, কত তেল দেবে পুরসভা। এবার নাগরিকরা ভাবুন, সক্রিয় হোন। এক্ষেত্রেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সঠিক। বাংলার এমন পুরসভা কিন্তু আগামী দিনে অন্যদের পথ দেখাতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রীর এলাকাভুক্ত কলকাতা পুরসভার ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সখেরবাজার চন্ডীমন্দিরের সামনে তৈরি হয়েছে মশার আঁতুরঘর। সৌজন্যে স্থানীয় কাউন্সিলর। ছবি: অররুণ লোধ

নিফটি এক্সপ্রেস ১১ হাজার, সেনসেক্স মেল ৩৫ হাজার

পার্থসারথি গুহ

টগবগ করে ছুটতে ভারতীয় সূচকের মূল স্তম্ভ নিফটির পরবর্তী জংশনের নাম ১০৪০০ থেকে ১০৬০০। একটু বড় আকারে বললে বা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় আলোচনায় জায়গাটা হল ১১ হাজার। এটা কোনও জুয়ার আড়ত না ফাটকা বাজারের কথা নয়। ভারতীয় শেয়ার বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের কথা। বস্তুত তাঁদের পূর্বাভাসের অনেক আগেই নিজস্ব ফর্মেশন বা আকার ধারন করে ফেলেছে অর্থ বাজার। নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে সেনসেক্সও। ৩৩ হাজারের ওপরে এখন দম নিচ্ছে এই সূচকটি। যথারীতি তার সামনেও টার্গেট ঝুলছে ১১ হাজারের। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে আপাতত উৎসব পর্বে ছেদ পড়লেও অর্থ বাজারের আনন্দোল্লাস এখনও ভরপুর জারি রয়েছে। যদিও সব বৃদ্ধির যে একটা শেষ আছে এটাও সমানভাবে সত্যি। কারণ বাজার শুধু বেড়ে যাবে লাগামছাড়া ভাবে তা তো আর হতে পারে না। একটা জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম মুড়ে তাকে তো যেতেই হবে।

বিশ্রাম শব্দটা অবশ্য খুব ভেবেচিন্তে বলা। কারণ এই মুহূর্তে যে বুল জমানার মধ্যে দিয়ে ভারতের বাজার এগোচ্ছে আর বুলদের যে দাপট অব্যাহত রয়েছে তাতে দাঁড়িয়ে কারেকশন বা সংশোধনীর কথা বললে নিশ্চিতভাবে রে রে করে তেড়ে আসবে ক্ষমতাসীন বুলরা। এ যেন তৃণমূল জমানায় বাম নাম নেওয়ার মতো বা বিজেপি শাসিত ভারতে রাহুল স্তুতি করার মতো। তাও কালের অমোঘ নিয়ম তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং সেই তালে ভর করে ঠিকই একদিন সংশোধনী বা কারেকশনের কালো মেঘ নেমে আসবে বাজারে। বুলদের দাপট থামিয়ে সাময়িকভাবে তখন হয়তো বৃষ্টি ঝরাবে বেয়াররা। সবথেকে বড় কথা বাজার এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে তাতে প্রতিটা পদে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। নিজে থেকে ট্রেড করতে গেলে এই উচু বাজারে আটকে বা ফেঁসে যাওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য খুঁজে বের করতে হবে

অর্থনীতি

প্রকৃত উপদেশকারী, সহৃদ বন্ধুকে। শেয়ার বাজারের দিকে চোখ ফেরালেও এমন অনেক সুগুরু, বদগুরু চোখে পড়বে। বস্তুত খারাপ গুরুর কুপরামর্শে বহু মানুষের তথা লগ্নিকারীর পুঁজিপাটা গড়িয়াহাটা হয়ে গিয়েছে। আবার ভালো গুরুর সুপরামর্শে ফুলেফেঁপে উঠতেও সময় লাগেনি লগ্নিজাত অর্থের। এখন প্রকৃত গুরু বেছে নেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ যেন অনেকটা খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার। তাও ভালো গুরু যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদের হালচাল পালটে গিয়েছে অর্থ বাজারের প্রেক্ষাপটে।

এখন টিভি খুললে বা প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতির পাতায় চোখ বোলালে চোখে পড়বে অসংখ্য শেয়ার বিশেষজ্ঞের নাম। যথারীতি তাঁদের নানারকম পরামর্শও থাকে এসব জায়গায়। ঘটনা হল এই সব ভবিষ্যতবাণী থেকে আদৌ কেউ উপকৃত হন না। বরং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখলে এই বাজারে খুঁজেপেতে বের করা যায় এমন কিছু নাম যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় উপকৃত হয়েছেন বহু বিনিয়োগকারী। এমনকী এঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় দেশি–বিদেশি বহু লগ্নিকারী ফান্ডকেও। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। আর নিজেরা যদি একটু তালিম নিয়ে এই বাজারের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন তবে সব মুশকিল এমনিতেই আসান হবে। তবে তাঁর জন্য যে অধ্যবসা ও ধৈর্য্য প্রয়োজন সেটা আছে কিনা তাও দেখে নেওয়া অপরিহার্য।

৬ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৩১৫ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

কাজের খবর

আই বি পি এসের অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১,৩১৫ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব স্পেশ্যালিস্ট অফিসার্স ইন পারটিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' (সি আর পি এস পি এল–৭)' নেওয়া হবে ডিসেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর। মেন পরীক্ষা ২৮ জানুয়ারি। অনলাইন এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই বি পি এস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আই বি পি এস।

আই বি পি এসের এই পরীক্ষায় সফল হলে স্কোর কার্ড পাবেন। ইস্যুর দিন থেকে ১ বছর এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে। এরপর ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন মতো নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। তখন ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন করতে হবে যথানিয়মে। এই স্কোর কার্ড নিয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবেন।

স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আই বি পি এসের লিখিত পরীক্ষাটি নেওয়া হবে এইসব পদের জন্য : আই টি অফিসার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার, রাজভাষা অধিকারী, ল অফিসার, এই আর/পার্সোনেল অফিসার, মার্কেটিং অফিসার।

পদ অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : আই টি অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ১২০টি (সাধারণ ৬২, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ৩১)। এর মধ্যে ১টি করে পদ শ্রবণ সংক্রান্ত ও বৌদ্ধি প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৮০টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনও একটিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টশন। অথবা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং সঙ্গে ডোয়েকের 'বি' লেভেল পাশ।

☞ এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৮৭৫টি (সাধারণ ৪৪৭, তফসিলি জাতি ১২৯, তফসিলি উকজাতি ৬৪, ও বি সি ২৩৫)। এরমধ্যে শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫টি, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৬টি, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩টি এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস ; এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২৫টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭)। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৫)। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১৫১, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২৩, ওবিসি ৮১)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৫)। সেন্ট্রল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১৫১, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২৩, ওবিসি ৮১)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত, অস্থিসংক্রান্ত ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স : শূন্যপদ ২৫০টি (সাধারণ ১২৮, তফসিলি জাতি ৩৭, তফসিলি উপজাতি ১৮, ওবিসি ৬৭)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত, অস্থিসংক্রান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ৩১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনও একটিতে ৪ বছরের স্নাতক। বিষয়গুলি হল : এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ডেয়ারি সায়েন্স, ফিশারি সায়েন্স, পিসিকালচার, এগ্রি মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, কো–অপারেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং, অ্যাগ্রো–ফরেস্ট্রি, ফরেস্ট্রি, এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, ফুড সায়েন্স, এগ্রিকালচার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

রাজভাষা অধিকারী (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৩০ টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৮)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১৫ টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিন্দিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকস্তরে একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা সংস্কৃতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকস্তরে দুটি বিষয় হিসাবে ইংরেজি ও হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

ল অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৬০টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৫টি, (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৪০টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১০)। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এরমধ্যে ১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ব্যাচেলর ডিগ্রি (এল এল বি)। বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

এইচ আর/পার্সোনেল অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৩৫টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৯)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস ; এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ৩)। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, ও বি সি ১)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, এইচ আর, এইচ আর ডি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং লেবার ল–এর মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

মার্কেটিং অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ১৯৫টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৭, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ৫২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)। কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১৪০টি (সাধারণ ৭০, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৩৯)। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ১২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবনদ্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে মার্কেটিংয়ে এম বি এ বা এম এম এস। অথবা মার্কেটিংয়ে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট।

আই টি অফিসার ছাড়া অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেশনস বা ল্যাঙ্গুয়েজে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা হাই স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে একটি বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১-১১-২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১২৫ নম্বরের। সময় ২ ঘন্টা। থাকবে রিজনিং (৫০) ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫) বিষয়ে প্রশ্ন। এছাড়া ল অফিসার ও রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে থাকবে ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে গুরুত্বসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০) বিষয়ে প্রশ্ন এবং বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটিভ অ্যাপ্টিটিউডের (৫০) প্রশ্ন। সব ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। তবে কোনও উত্তরের ঘর ফাঁকা রাখলে তার জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে না। মেন পরীক্ষায় থাকবে ৬০ নম্বরের পেশাদারি বিষয়ে প্রশ্ন। রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে অবজেক্টিভ ও ডেসক্রিপ্টিভ, দু'ধরনের প্রশ্ন হবে। সময় ১ ঘন্টা। বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময় ৪৫ মিনিট।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, বহরামপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কোড ৪৬।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in নিজের চালু ই–মেল আই ডি থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৭ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ জামা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট এবং দরখাস্ত 'সামমিট' করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০১৭

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ৫২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মন্দির ৩। মানুষের খাদ্য কন্দবিশেষ ৫। নাকচে দাঁত! ৭। পক্ষান্তরে, যদিও ৯। শেষ যুগ ১০। পয়গম্বর ১১। সংবাদপত্র ১৩। ঝরনা ১৪। প্রহার ১৬। পর্বতের সানুদেশ ১৮। এর অপর নাম জীবন ১৯। ডেঙ্গু সন্দেহ হলেই যা করা উচিত।

উপর–নীচ

১। নিরীক্ষণ, মনোযোগ দিয়ে নজর ২। দেবরাজ ইন্দ্র ৪। আড়ালে নিন্দা ৬। প্রয়োজনীয়, জররুরি ৮। অনুভূতি, বোধ ৯। কোলাহল ১২। পুঁজি, সংগ্রহ ১৩। শক্ত নয় ১৫। রক্ত মাখা ১৭। অপেক্ষা, সবুর।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫১

পাশাপাশি : ১। গোলপাতা ৩। মন্দির ৫। সন্ধ্যাপ্রদীপ ৬। নীরব ৮। নগদ ১০। অক্ষতদেহ ১২। পগার ১৩। পাতঞ্জল।

উপর–নীচ : ১। গেদোহনী ২। তামস ৩। মহাপ্রস্থান ৪। রক্তপ ৭। বরাতজোর ৯। দন্তশূল ১০। অগপ। ১১। হড়পা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারে গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের পূর্ব বয়ার সিং গ্রামের খান সরদার পাড়ায় বিদ্যুতের লাইন থাকলেও দীর্ঘদিন

অন্ধকারে ডুবে গ্রাম। গত প্রায় ৪ বছর আগে খান সরদার পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পায় এলাকার বাসিন্দারা। ওই গ্রামে প্রায় ৭০০ জন মানুষের বসবাস এবং প্রায় ১৫৫টি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছেন। নতুন বিদ্যুতের আলো পেয়ে এলাকার বাসিন্দা কৃপাচার্য নস্কর, অধীর মাহাতো, নারাণ সরদার, আলীম খান, গফুর খানরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এলাকায় লোডশেডিং, ভোল্টেজ কম নিত্যদিনের ঘটনা। আলোর অভাবে এলাকার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশুনায় বারংবার ব্যাঘাত ঘটে বলে অভিযোগ। আবার এলাকার ট্রান্সফরমারটি বিকল হওয়ায় দীর্ঘদিন অন্ধকারে ডুবে গোটা গ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দারা সর্বত্র একাধিকবার জানিয়ে কোন লাভ না হওয়া পুনরায় ২৩ অক্টোবর বাসন্তী বিদ্যুত পর্ষদের গোচরে সমস্যাটি আনলে ও কারোর কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। এবিষয়ে বাসন্তী বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মাধ্যক্ষ শৈলেন হালদার গ্রামবাসীদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে বলেছিলাম ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করে জানাতে কিন্তু কেউ কিছুই জানায়নি। বাসন্তী বিদ্যুৎপর্ষদের ম্যানেজার অরিত্র চ্যাটার্জি বলেন এই মুহূর্তে আমাদের কিছুই করার নেই। ট্রান্সফরমারের অর্ডার করা হয়েছে, ফ্যাক্ট্রি থেকে আসলেই দ্রুততার সাথে কাজ করা হবে। সেই সাথে তিনি বলেন আশা করা যায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গ্রামবাসীরা এখন চাতকের মতো তাকিয়ে কবে অন্ধকার ঘুঁচে আলোর উদয় হয় সেই অপেক্ষায়।

মাতলা ব্রিজে দুর্ঘটনা, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ এক পথদুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম হলেন ৩ যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং–এর মাতলা ব্রিজ–এর উপর। ক্যানিং–এর দিক থেকে একটি বাইকে করে তিন যুবক দ্রুত গতিতে বাসন্তীর দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে একটি টাটা ৪০৭ ম্যাটাডোরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাইক থেকে তিন যুবক ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ম্যাটাডোর চালক পালিয়ে যায়। আহতরা, বাইক চালক রঘু মন্ডল (১৮), সেলিম মোল্লা (১৯), অনুপ নস্কর (১৮)। ঘটনার মুহূর্তে কর্তব্যরত ক্যানিং থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার অরূপ কয়াল, বিপ্লব প্রামাণিক, বিশ্বজিত নস্কর, অমিত মন্ডলরা তড়িঘড়ি অটো করে আহতদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠানো হয়। ছিন্নভিন্ন বাইক ও ম্যাটাডোর গাড়ি দুটি ক্যানিং থানার পুলিশ আটক করেছে। আহতদের বাড়ি বাসন্তী থানার আমঝাড়া ও কাঁঠাল বেড়িয়া এলাকায়।

২২ দিনের কন্যা ও মাকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরের উত্তর ভাগে চক্রবর্তী–আবাদে মাত্র বাইশ দিনের শিশু কন্যাকে তার মা মুর্শিদা বিবি গলা টিপে খুন করে। মুর্শিদাবিবির মা বাধা দিলে তাঁকেও দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পুকুর পাড়ে ফেলে দেয়। আর নিজের দুগ্ধ শিশু সন্তানকে ছুরে ফেলে দেয় কলাবাগানে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এরপর নিজে লুকিয়ে পড়ে প্রতিবেশীর সেপ্টিক ট্যাঙ্কে। গোঙানির আওয়াজ শুনে পাড়ার লোকেরা ট্যাঙ্ক খুলে দেখতে পায় মুর্শিদা বিবিকে। এরপর পুলিশি জেরায় জোড়া খুনের ঘটনা কবুল করে মুর্শিদা। বারুইপুরে উত্তর ভাগে চক্রবর্তী আবাদ এলাকায় ঘর জামাই হয়ে থাকতেন আজিজুল মোল্লা, পেশায় রাজ মিস্ত্রি। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরে তালা ঝুলছে। এরপর প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ খবর নেয় স্ত্রী ও শ্বাশুড়ির। ততক্ষণে পাড়া পড়শিরা খোঁজ খবর শুরু করে দেখতে পায় পুকুর পাড়ে শাশুড়ি সায়রা বেওয়ার দেহ। এরপর শিশুটি কে উদ্ধার করে কলাবাগান থেকে। মুর্শিদা পুলিশের কাছে বলে এক দল দুষ্কৃতী তার মেয়ে ও মাকে মেরে আমাকে সেপ্টিক ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, বাড়িও লুঠ করেছে। স্বামী আজিজুলকে আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়। সে বলে বাড়িতে কোনো লুঠ হয়নি। আজিজুলের বক্তব্য–কন্যা হওয়ার পর থেকে মুর্শিদা মনের অবসাদে ভুগছিল। মাঝে মাঝে হুমকি দিতো মেয়েকে মেরে ফেলবো। শুধু তাই নয় নিজের মাকে মারবো বলে প্রায়ই বলত। পুলিশ জানায় মুর্শিদাকে জিজ্ঞাসা বাদ শুরু হতেই কান্নায় ভেঙে পরে সমস্ত কিছু বলে দেয়। তাকে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

ব্যাগ ফিরে পেলেন নিত্যযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ খাদ্য দফতরের এক কর্মী তাঁর হারানো ব্যাগ, নগদ ৮০০ টাকা, ২টি এটিএম কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ফিরে পেলেন আরপিএফ এর সৌজন্যে। অফিসে যাওয়ার জন্য সোমবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ১১টা ২৫–এর ডাউন ক্যানিং লোকাল ধরে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নামেন খাদ্য দফতরের কর্মী আবীর সরকার। ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ব্যাগের কথা মনে পড়তেই তিনি ১৮২ নম্বরে ফোন করে রেল দফতরের গোচরে আনেন। তৎক্ষণাৎ শিয়ালদহ আরপিএফ থেকে ক্যানিং আরপিএফকে জানানো হলে ক্যানিং ষ্টেশনে ট্রেনটি ঢুকলে ক্যানিং–এ কর্তব্যরত আরপিএফ–এর হেড কনষ্টেবল বিজয় কুমার খুবই তৎপরতার সঙ্গে তন্নতন্ন করে খুঁজে ট্রেনের মধ্যে থেকে ব্যাগটি উদ্ধার করেন। উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র আবীরবাবুর হাতে তুলে দেন।

তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অধীনে গড়িয়া স্টেশন রোডে বালিয়ায় ১ নং ওয়ার্ডের পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বুধবার একদল দুষ্কৃতী জগদ্ধাত্রী পুজোর বাসনপত্র নিয়ে ঝামেলা শুরু করে। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। তারই প্রতিবাদে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পাপাই দত্ত তার নেতৃত্বে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমুল যুব কংগ্রেস সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে। পাপাই দত্ত জানান, সোনারপুর থানায় ইতিমধ্যে জেনারেল ডায়েরিকরেছি। আমরা পুলিশ কে বলেছি এই ঘটনায় কারা কারা জড়িত আছে তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। তার বক্তব্য এতে রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বিজেপি ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে তার সঙ্গে জোট বেঁধেছে সিপিএম।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেলের জন্মদিন ৩১ অক্টোবর সেই উপলক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রালয়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী কালিডাঙা হাইস্কুলে সর্দার বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেলের ১৪২তম জন্ম দিনটি বিশেষ জনসচেতনতা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাইরেক্টর অফ ফিল্ড পাবলিসিটির ডঃ সন্দীপন সাহা, কালিতলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কান্তিলাল দেব নাথ, সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার সহ বিশিষ্টরা। এদিন অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

পুলিশের জালে ৬ জলদস্যু

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : একটি পণ্যবাহী জাহাজ অপহরণ করার ছক বানচাল করে দিল পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি উপকূল থানার বিদ্যানদীর হামালবেড়িয়া জঙ্গলের কাছে। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ গোপনসূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে যে, একটি জলদস্যুর দল বাংলাদেশী পণ্যবাহী জাহাজ অপহরণ করতে সুন্দরবনের বিদ্যা নদীতে ঢুকেছে। এই খবর পাওয়ার মুহূর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার অরিজিত সিনহার নেতৃত্বে অতিরিক্ত জোনাল পুলিশ সুপার সৈকত ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী রওনা হয়। রাত একটা নাগাদ সুন্দরবন জঙ্গলের হামালবেড়িয়ার কাছে জলদস্যুদের ভুটভুটি টি পুলিশের নজরে আসে। বিশাল পুলিশ বাহিনী দেখে জলদস্যুরা পুলিশ কে লক্ষ্য করে দুরাউন্ড গুলি চালায়। পুলিশও পাল্টা এক রাউন্ড গুলি চালায় শূন্যে। গুলির লড়াই চলার পর ধরা পড়ে যেতে পারে ভেবেই জলদস্যুরা ভুটভুটি ফেলে ঘন অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। পুলিশ ভুটভুটি আটক করেছে এবং ভুটভুটির মধ্যে থেকে দুটি ওয়ান শাটার বন্দুক,দুটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জলদস্যুদের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই হবার পর কুলতলি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লো ৬ জন জলদস্যু। গত ৩দিন ধরে সুন্দরবনে হামলাবেড়িয়া গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলো। নিজেদের আত্মগোপন করার জন্য। কুলতলি থানার ঝানু পুলিশ অফিসারেরা ওত পেতে বসেছিলো। সোমবার সকালে জলদস্যুর দলটি মাতলা নদীতে নৌকা করে কুলতলির দেউল বাড়ি ঘাটে যেতেই থানার অফিসারেরা হাতেনাতে পাকড়াও করে ৫ জলদস্যুকে। বাকি ৩জন সটান ঝাঁপ দেয়, নদী সাঁতরে পার হয়ে যায়। পুলিশ জলদস্যুদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ৩টি বন্দুক ও ৪ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ধারালো অস্ত্র। ধৃতদের নাম কুরবান গায়েন, হাবিবুর গায়েন, রাহুল কুদ্দুস লস্কর,সেকেন্দার সরদার,ও মহিদ আলি শেখ। এদের বাড়ি কুলতলির পূর্বশ্যামনগর মেরিগঞ্জ এলাকায়। সুত্রের খবর–গত শুক্রবার গভীর রাতে ৮ জন জলদস্যু সুন্দরবনের ঝড়খালি উপকুল থানার বিদ্যা নদীতে হামালবেড়িয়া জঙ্গলের কাছে একটি মালবাহী জাহাজের লুঠের উদ্দেশ্যে আসে। এই খবর বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার অরিজিৎ সিনহার কাছে পৌছাতেই তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈকত ঘোষকে নিয়ে রওনা হন। একবিশাল পুলিশ বাহিনী বিদ্যা নদীর জলপথে সৈকত ঘোষের নেতৃত্বে রাত ১টা নাগাদ সুন্দরবনের হামালবেড়িয়ায় পৌছায়। দূর থেকে পুলিশের দলটি দেখতে পায় জলদস্যুদের নৌকা। অন্য দিকে জলদস্যুরা বুঝতে পারে পুলিশের দল তাদের পিছু নিয়েছে এই বুঝে দুই রাউন্ড গুলি চালায়॥ পুলিশ পাল্টা শূন্যে ১রাউন্ড গুলি চালায়। ঘন্টা দুয়েক অভিযান চলে। শেষমেশ জলদস্যুরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। ঘুটঘুটে অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। দস্যুদের নৌকা থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। এরপর এক মাঝিকে টাকা দিয়ে নৌকা করে জঙ্গল থেকে বেরোবার সময় ৩জন পালালেও বাকি ৫ জন ধরা পরে পুলিশের জালে। পরের দিন ফের একজন পাকড়াও হয় জাফর মিস্ত্রি। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

তৃণমূলের পা চাটা বন্ধ করে নিরপেক্ষ হোন, পুলিশকে হুঁশিয়ারি বিজেপির

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : পশ্চিমবঙ্গের দলিত বিজেপির কোনও নেতা কর্মীর উপর হামলা হলে আর ছেড়ে কথা বলা হবে না। তা সে পুলিশ প্রশাসন হোক বা শাসকদলের গুণ্ডা বাহিনী হোক না কেন। কাউকেই রেহাই নয়। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং রেলমাঠে এক প্রতিবাদ সভায় এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিজয় বর্গীয় এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন— ''পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির হাত ধরে। আর আজ বিজেপিকেই মারতে শুরু করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গিয়েছেন এটা স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলা। অহিংসার রাজ্য। মমতা দিদি এটাকে হিংসার রাজ্য পরিণত করতে চাইছে। আমরা এর প্রতিরোধ করবো কঠোর ভাবে। আর পুলিশকেও বলছি, এখনও সাবধান হয়ে যান। তা না হলে আমরা ক্ষমতায় এলে কাউকেই রেহাই করা হবে না। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী আমাদের কর্মী সমর্থক, দলিত এবং পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছে। ওরা আজ আর একা নেই, সংগঠিত হয়েছে। আমরা তাদের পাশেই সর্বদা আছি। প্রয়োজনে ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া হবে। আমি পুলিশকেই বলছি তৃণমূলের পা–চাটা বন্ধ করে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করুন। কদিন পর আমরা ক্ষমতায় এলে কোনওভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না।''

উল্লেখ বছর খানেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনে গোসাবার পাঠানখালিতে এক দলিত কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে। জাতির সর্বভারতীয় মোর্চার সভাপতি বিজয় কুমার সোনকার। ক্ষুব্ধ নেতা এদিন মঞ্চ থেকে পরিষ্কার জানান— দলিত মানুষ আজ আর একা নেই। সংগঠিত

সেই ঘটনার তদন্ত করতে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গত ১৭ নভেম্বর পাঠানখালিতে গিয়েছিল। সেই দলে বিজেপির স্থানীয় কয়েকজন কর্মী ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি ফিরে যাওয়ার পর তৃণমূলের লোকজন সঞ্জয় সিনহা নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিলেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে ক্যানিং–এ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। এরপরই তৃণমূলের লোকজন বিজেপির পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেয়। মারধর করে ওই দলেরই তিনজনকে গুরুতর জখম করে দেয়। ২৪ জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করে তৃণমূল। এই ঘটনার প্রতিবাদে সভা করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের এক ঝাঁক উচ্চ পর্যায়ের বিজেপি নেতা ক্যানিং–এ এসেছিলেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন সাংসদ এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি মোর্চার সভাপতি বিজয় কুমার সোনকার। ক্ষুব্ধ নেতা এদিন মঞ্চ থেকে পরিষ্কার জানান— দলিত মানুষ আজ আর একা নেই। সংগঠিত হয়েছে। দরকার হলে হাতে লাঠি তুলে নেবে। তৃণমূলকে সাবধান করে বলেন তোমরাও সাবধান হও। পুলিশকে নিরপেক্ষ হয়ে মানুষের হয়ে কাজ করতে বলছি। তা না হলে আমরা ক্ষমতায় এলে এর মাসুল দিতে হবে চড়া হারে।

পুলিশের এই তৃণমূলী তোষণের প্রতিবাদ করতে এদিন ক্যানিং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানের কর্মসূচি নিয়েছিল দল। কিন্তু সভার পর তা স্থগিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে দলের রাজ্যসভার সদস্যা দেবশ্রী চৌধুরী বলেন— আজকেই থানা ঘেরাও কর্মসূচি বাতিল করার জন্য আগের দিন থেকে পুলিশ আমাদের হাতে পায়ে ধরেছিল। আমাদের কিছু দাবি মেনে নেওয়ায় আপাতত বিক্ষোভ কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়। এদিন প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাও।

লোভে পাপ, পাপে... কলকাতায় গ্রেফতার গ্রাম্যবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোররাতে দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া গ্রামে সাধাসিধে বিধবা গ্রাম্য বধূ নমিতা মণ্ডলের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলল। ঘুম ভাঙা চোখে গ্রামের লোক হাঁ করে দেখছে ব্যাপার কি? তারপর জানা গেল এক হাত ঘোমটা টানা পঞ্চাশ বছর বয়স্কা বিধবা নমিতা মণ্ডল শহরে পরিচারিকার কাজ করার অছিলায় লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা, রুপোর বাসন ও নানা অ্যান্টিক দ্রব্য হাতিয়ে পালিয়ে এসেছে। ওই মহিলা হেস্টিংস থানার অন্তর্গত তাপসী মুখার্জি নামে এক নিঃসঙ্গ মহিলার দেখাশুনা করতেন। নোদাখালি থানায় ওই মহিলার কন্যা অঙ্গীরা মুখার্জি আহমেদ খান জানালেন,

মাস তিনেক কাজ করছিলেন ওই মহিলা। মাসে ৬০০০ টাকা বেতন ও খাওয়া পরা দিতেন। গত কালী পুজোর আগের দিন কয়েকটা সোনার জিনিস বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কালীপুজোর দিন সকালে নমিতা মণ্ডল ছুটি নিয়ে চলে আসেন। অঙ্গীরা দেবীর সন্দেহ হয়। তিনি স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেন। তারপর নোদাখালি থানা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার গহনা ও বাসন সহ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে জেল হাজতে আছে ওই মহিলা।

সাধারণ মানুষের বক্তব্য ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত। ফলে মৃত্যু মিছিল বাড়বেই।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০১৭

অরিন্দম রায়চৌধুরি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে জেলা শাসক ভবনের বিপরীতে অনুষ্ঠিত হয় এই জেলার বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০১৭। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে কলকাতার পর জেলার দুর্গাপুজোগুলির বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানে পুরস্কৃত করা হল। ২৯ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক অন্তরা আচার্য। উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার সি সুধাকর, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুরজিত বসু, অদীপ রায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেবাশিস দত্ত, প্রসেনজিত মণ্ডল প্রমুখ। এদিন জেলার পাঁচটি মহকুমার মোট ১১টি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। সেরা পুজো, সেরা মণ্ডপ ও সেরা প্রতিমা এই তিনটি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেরা পুজো ৩টি–র প্রতিটিকে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ স্মারক, সেরা মন্ডপ ৪টির প্রতিটিকে নগদ ৩০ হাজার টাকা সহ স্মারক ও সেরা প্রতিমায় ৪টির প্রত্যেককে নগদ ২০ হাজার টাকা সহ স্মারক প্রদান করা হয়। এগুলি পায় যথাক্রমে টিটাগড়ের রয়েল পার্ক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, সোদপুর ঘোলা কাঠগোলা উদয়ন সংঘ সার্বজনীন, বনগাঁ শিমূলতলার আয়রন গেট সার্বজনীন, বেলঘরিয়া মানসবাগান সার্বজনীন, হাবড়া গড়পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘ, বারাসত

ঋষি বঙ্কিম রোডের ৪–এর পল্লি, বরানগর নেতাজি কলোনি লো ল্যান্ড পুজো কমিটি, নৈহাটির বিজয় নগর সেবা সমিতি, ভাটপাড়ার গুড়দহ নতুন পল্লি সার্বজনীন, বারাসতের শেঠপুকুর সার্বজনীন ও বাদুড়িয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘ। পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি ছিল বাউল গান ও মহিলা ঢাকির সাথে ধুনুচি নাচ।

জয়েন্ট সচিবের ডেঙ্গু নিয়ে তদন্ত

রাজপুর–সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ডেঙ্গুকে প্রাধান্য দিতে জেলার পুরসভাগুলিতে পাঠানো হয়েছে যুগ্ম সচিবদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর –সোনারপুর পুরসভায় এসেছেন যুগ্ম সচিব। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মতো সমস্ত জেলার পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরগুলিকে ডেঙ্গু সংক্রান্ত বিষয় রিপোর্ট দিতে হবে। ঠিক ভাবে এই নির্দেশ মানা হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার দায়িত্ব এই সচিবের। রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন, – আমরা জ্বরের রিপোর্ট এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠাই। সরকার এই ডেঙ্গু নিয়ে তোড়জোর শুরু করার আগে রাজপুর – সোনারপুর পুরসভা কাজ শুরু করে দিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গুর প্রভাব যে হারে পড়েছে সেই তুলনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এতোটা প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। পল্লববাবু আরও বলেন ফগিং মেশিনের দ্বারা যে ভাবে স্প্রে করা হয় সেখানে মশা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। কিন্তু মশা মরে না। মশার ট্রেন্ড পরিবর্তন হয়। আজ একটা কেমিক্যাল দেওয়া হচ্ছে, কিছু দিন বাদে মশার ট্রেন্ড পরিবর্তন হলে অন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হোল মশার লার্ভা। লার্ভা যতক্ষণ না পর্যন্ত লার্ভা মরবে ততক্ষণ ডেঙ্গুর মশা জন্মাবেই। এই লার্ভা হয় স্বচ্ছ জলে। তিনি ফ্ল্যাট বাড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেন ফ্ল্যাটে ফুলদানি বা ফ্রিজের জমা জলে এই ডেঙ্গুর উৎপত্তি। শহরের কথা উল্লেখ করেলেও পুরসভার এলাকার মধ্যে ডেঙ্গু হচ্ছে। এর সঙ্গে লেগে আছে অজানা জ্বর। এলাকায় বহু জায়গায় জঙ্গল আছে, প্রচুর পুকুর আছে, সেখানেও ডেঙ্গুর লার্ভা তৈরি হচ্ছে বলেই সোনারপুরে বেশ কয়েকজনের ডেঙ্গু হয়েছে। যেমন মানিকপুর, চৌহাটি বাইপাস ও আরও অনেক জায়গায়। তিনি বলেন, পুরসভা থেকে প্রতি মাসে ১০ দিন ধরে স্প্রে করানো হয়। ড্রেনের পাশে দেওয়া হয় ব্লিচিং পাউডার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ খোঁজখবর নেয়। সাধারণ মানুষকে কি কি করতে হবে তা মৌখিক ও লিফলেটের মাধ্যমে সতর্ক করানো হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজের ব্যাপারে সচেতন নয়। নিজে যদি সচেতন না হয় কত শিক্ষা দেবে স্বাস্থ্য দফতর। অন্য দিকে ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ডেঙ্গু নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই। কারণ ওই বিভাগটা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের। এলাকার মানুষের অভিমত, বেশ কিছু কাউন্সিলর পুকুর বোজানো নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ডেঙ্গুর কাজে নামার তাগিদ খুব একটা চোখে পড়েনি। সকাল থেকে চেম্বারে বসে থাকে কাউন্সিলেরা কখন প্রোমোটার বা কনট্র্যাক্টর আসবে। এলেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় চেম্বারের পাশের ঘরে অর্থাৎ অ্যান্টি চেম্বারে। পুকুর ভরাটের কাজ এখনো চলছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে বেশ কিছু কাউন্সিলর। কিন্তু এলাকার মানুষের যে ডেঙ্গু হতে পারে সে ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এছাড়াও স্বাস্থ দফতরের বা পুরসভার ল্যাব থেকে চেপে দেওয়া হচ্ছে ডেঙ্গুর তথ্য।

ফেল মহেশতলা পুরসভাও

২৬ এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাটা রিভার সাইড প্রজেক্টের জমা জল। দুর্গাপুজো হয়ে গিয়েছে। বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটির প্যান্ডেলের জন্য জমানো হয়েছিল যে জল তা এখনও সেভাবেই রয়েছে।

২৬ এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন পল্লি দাসপাড়ায় এখনও এভাবেই জল জমে রয়েছে। হেলদোল নেই পুরকর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় পুর প্রতিনিধিদের। –ছবি : অরুণ লোধ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর , ২০১৭

মুখ্যমন্ত্রীর মুম্বই সফরে আদৌ কী লাভবান হবে রাজ্য

ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যে ত্রাহি ত্রাহি রবের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুম্বই সফর ফের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। দেশের শিল্প রাজধানীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদার্পণের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যে শিল্প আনা। বস্তুত শিল্প বন্ধ্যা পশ্চিমবঙ্গ এখন একফোঁটা শিল্পের জন্য চাতক নয়নে চেয়ে রয়েছে। শিল্প এলে কলকারখানা হলে রাজ্যের অগণিত বেকার ছেলেপুলেরা কাজ পাবে। শান্তি ফিরবে পরিবারগুলিতে। কারণ পুজো–উৎসবের মোচ্ছবে যতই এই রাজ্যের যুবসমাজ মেতে থাকুন না কেন, সেই আফিমে বেকারত্বের চিঁড়ে কিন্তু মোটেই ভিজবে না। আর কে না জানে বেকারত্বের অভিশাপ বা খরা থেকে রাজ্যে নিদেনপক্ষে মরুদ্যান আনতে আশু প্রয়োজন শিল্পের, কলকারখানার। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শিল্প টানতে যে মুম্বই যাত্রা করেছেন তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হচ্ছে। পাশাপাশি এও বলতে হচ্ছে, ৬ বছরের ওপর রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়া ঘাসফুল সরকার কী এক ছটাক শিল্পও উপহার দিতে পেরেছে রাজ্যবাসীকে? বরং যাঁরা দীর্ঘদিন যাঁরা এই রাজ্যে কাজকারবার চালাচ্ছিলেন তাঁরা পর্যন্ত তল্পিতল্পা গুটিয়েছেন শাসক দলের সিন্ডিকেটের বদান্যতায়। ঘটা করে রাজ্য সরকার প্রতি বছর বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট নামক শিল্প সম্মেলন করলেও তাতে ঢাকগুড়গুড়ই হয়েছে, কাজের কাজ হয়েছে লবডঙ্কা। ফলে শিল্পের আশা যে তিমিরে ছিল সেখানেই থেকে গিয়েছে। এমনকি রাজ্যের উর্দ্ধসীমা নীতির জাঁতাকলে অনেক সংস্থা বিপাকে পড়েছে। সেজ নিয়ে সরকারের টালবাহানায় ক্ষুব্ধ হয়েছে ইনফোসিসের মতো স্বনামখ্যাত সংস্থা। মরণকালে হরিনামের মতো তাই হয়তো শেষ প্রয়াস হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মুম্বই গিয়েছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আমেরিকা যাত্রা পিছিয়ে দিয়ে যেভাবে নিজের বাড়ির প্রবেশদ্বারে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার মুকেশ আম্বানি দিদিমণিকে স্বাগত জানিয়েছেন তা অবশ্যই একটি ইতিবাচক ছবি। কিন্তু তা শুধু ছবি না হয়ে যদি সত্যি সত্যি রিলায়েন্সের এই রাজ্যে বিনিয়োগে পর্যবসিত হয় তবেই উপকৃত হবেন রাজ্যবাসী। শিল্পের প্রকৃত সুফল তখনই আস্বাদন করতে পারবেন তাঁরা। তা না হয়ে ফের যদি একটি সৌজন্য সফরে পরিণত হয় মুখ্যমন্ত্রীর এই মুম্বই সফর তাহলে কিন্তু 'আশায় মরে চাষা'র হাল হবে আমাদের তথা রাজ্যের লাখো লাখো যুব প্রজন্মের। কারণ এমনিতেই শাহরুখ খানের সঙ্গে সাক্ষাত, মুকেশ আম্বানিকে আসন্ন বেঙ্গল সামিটে নিমন্ত্রণ করা ও শিবসেনার বিজেপি বিরোধিতার আগুনে সলতে পাকানো ছাড়া এই সফরের অভিমুখ ঠিক বোধোগম্য হচ্ছে না কারোরই। এটা ঠিক বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের শিল্পভূমি বাংলাকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের নরক গুলজার। বস্তুত ধর্মঘট আর লকআউটের চাপে বেদম হয়েছে শিল্প। কিন্তু সেই দুর্বল জায়গাটা মেরামত করার পরিবর্তে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আমদানি করে চলেছেন সস্তার চমক। যথারীতি তাতে কোনওভাবেই উপকৃত হয়নি কেউই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএব যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার, তারপর মানসিক উপকার, তারপর শারীরিক।

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ সমস্যার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই

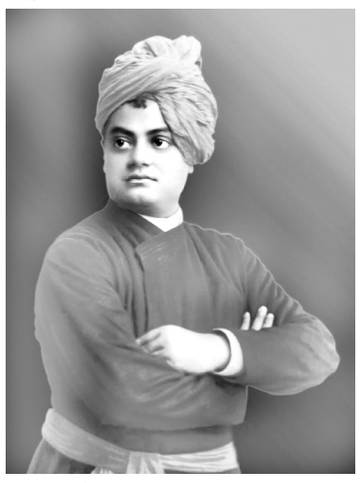

জগৎ হইতে দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখকষ্ট থাকিবেই থাকিবে।

গীতায় আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি– আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে হইবে। সকল কর্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ মিশ্রিত। আমরা এমন কোনও কর্ম করিতে পারি না, যাহা দ্বারা কোথাও কিছু না কিছু ভা হয়, আবার এমন কোনও কর্ম হইতে পারে না, যাহা হইতে কোথাও না কোথাও কিছু অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্যভাবে শুভাশুভ মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভাশুভ উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইবে, কিন্তু এই শুভাশুভ উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহার এই মামাংসা করা হইয়াছে যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে পারিবে না। এখন 'কর্মে অনাসক্তি' বলিতে কি

ফেসবুক বার্তা

আজ গোবর, কাল ঘুঁটে–কেউ হাসে, কেউ বা ভেউভেউ কাঁদে?

নির্মল গোস্বামী

বাংলা ভাষায় একটি প্রচলিত কথা আছে– 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে''। ছোটবেলায় কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। একবার কাকে যেন জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, ঘুঁটে পুড়তে পুড়তে গোবরকে বলে থাম, তোমার একদিন আসবে সেদিন আমার মতো পুড়তে হবে। এতো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার পরও অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। এই এতো বছর পর রাজনীতির জগতের একটু চর্চা করার সুবাদের বাক্যটি অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে আর কোনও ধোয়াশা বা জটিলতা নেই। অর্থ একবারে হাতে নাতে প্রমাণিত হচ্ছে পদে পদে।

আমাদের দেশের রাজনীতির এমনই মহিমা যে আজ যিনি অভিযোগকারী, কাল তিনি অভিযুক্ত। সবই সময় নামক এক চতুর জাদুকরের চাতুরি মাত্র। দিল্লির মহিলা সাংবাদিকের তদন্তে ধরা পড়েছে জয় শা–র ব্যবসা সাড়ে তিন বছরে ১৬০০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০,০০০ টাকার টার্ন ওভার হতো যে কোম্পানির সেই কোম্পানির ব্যবসা বিগত সাড়ে তিন বছরে ৫০ কোটি টাকার টার্ন ওভার হয়েছে। এই ব্যবসাটি হল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা–র ছেলের। বিজেপি দাবি করছে কোনও দুর্নীতি নেই জয় শা–র ব্যবসায়। এটা আসলে সুপারি জার্নালিজম। আমরা এতো দিন জেনে এসেছি ইয়েলো জার্নালিজমের কথা। বিজেপি নতুন শব্দ আমদানি করছে সুপারি জার্নালিজম। অদৃষ্টের বিচার এমন অমোঘ তা আগে দেখা যায় নি। দৈবদুর্বিপাকে যে সাংবাদিক জয় শা'য়ের ব্যবসা নিয়ে তদন্ত মূলক সংবাদ প্রকাশ করেছেন সেই একই সাংবাদিক কত একবছর আগে সোনিয়ার জামাই রবার্ট বঢ়রার জমি ব্যবসা নিয়ে তদন্তমূলক সংবাদ পরিবেশন করে রাতারাতি বিজেপির চোখে হিরো হয়েছিলেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে হরিয়ানা সরকার তদন্তও শুরু করেছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে কংগ্রেস সভাপতির জামাইয়ের ব্যবসায় যেমন মিরাকেল ঘটে ঠিক তেমনি ভাবে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে সভাপতির ছেলের ব্যবসায় সুপার মিরাকেল ঘটে। এই ঘটনায় সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি তদন্তের দাবি করেছে— হায়রে মূঢ় রাজনীতিক! আপনি কি জানেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্র চন্দন বসু ৪০০ টাকা মাইনের বেঙ্গল ল্যাম্প এর কর্মী ছিলেন। ১৯৭৭ সালের পরে সেই ছেলের ব্যবসা বৃদ্ধি হল হাজার কোটির উপরে। কেমন করে হল সেই প্রশ্ন তোলে নাকি, বোকা! স্টেটম্যানে একটা নিবন্ধ বের হয়েছিল 'প্রলেতারিয়েত মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাপিটালিস্ট সন'' নামে। আসলে ঘুঁটে আর গোবরের মধ্যে তো পদার্থের কোনও পার্থক্য নেই। একটা কাঁচা আর একটা শুকনো। সময় গোবরকে শুকনো করে ঘুঁটেতে পরিণত করে। আর ঘুঁটে একদিন জ্বলবেই।

রাজনীতি টাকা পয়সা কোথা থেকে আসে সে প্রশ্ন রাজনৈতিক দলের তোলা উচিত নয়। টাকার উৎস একই। ক্ষমতা দখল করলেই সেখান থেকে ঝরে পড়বেই। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বা দেখছি পাড়ার দুদিনের নেতাদের গলায় মোটা মোটা সোনার চেন ঝুলছে। অথচ তারা চাকরিও করে না, ব্যবসাও করে না। কোথা থেকে আসে এই প্রশ্ন মনে জগতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। তখন রাজনীতি করি। এক স্থানীয় নেতার সঙ্গে থানা গিয়েছি। থানায় এক নতুন অফিসার এসেছে তার সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে গল্প হচ্ছে। তিনি

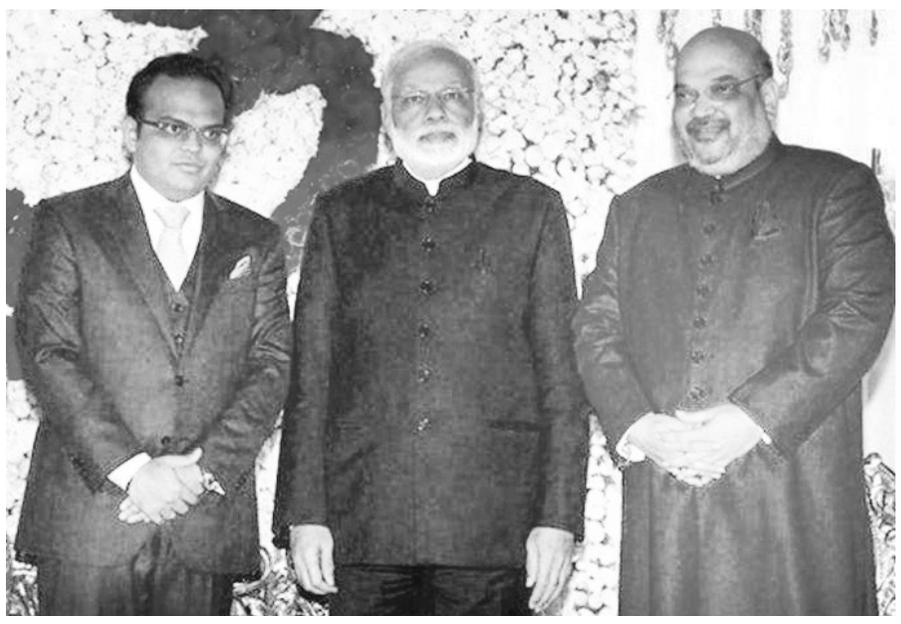

আগে আইবিতে ছিলেন। তিনি বললেন, জানেন বাগবাবু আমাদের উপর একবার সেন্ট্রাল থেকে নির্দেশ এসেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের কার কত ইনকাম তার কটা গোপন রিপোর্ট পাঠাতে। তখন ইউপিএ ওয়ানের রাজত্ব। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী। সেই অফিসার বলে ছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় নেই এমন একটি দক্ষিণপন্থী দলের ডাকসাইটে নেতার মাসিক ইনকাম ছিল ১৬ লাখ টাকা। এই যদি বাস্তব চিত্র হয় তাহলে শুধু মাত্র ক্ষমতাসীন দলের দিকে আঙুল তুলে লোক ক্ষেপানো ছাড়া আর কোনও সারবত্তা নেই।

আজ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দল হিংসার রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা বলছে। বিজেপি গুরুংকে সমর্থন করছে। গুরুং দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে পাহাড়ে অশান্তি করার জন্য অস্ত্রের আমদানি করছে। ঠিক কথা, একদম ভুল নেই। দেশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো বা তাকে সমর্থন করা দুটোই গণতন্ত্রে সমীচীন নয়। এখানে প্রশ্ন হল গুরুং প্রথম থেকে তো দেশ বিরোধী শক্তি ছিল না। এই গুরুংএর সঙ্গে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ চুক্তি করেছিলেন। আবার বিজেপির জোট সঙ্গী ছিল গুরুং–র দল। সরকারের কথায় গুরুত্ব সন্ত্রাসবাদী হতে নতুন করে বিজেপি সভাপতি তার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তা কিন্তু নয়। বিপরীতে আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা দেখছি নন্দীগ্রামে আন্দোলনে মাওবাদীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল এই কথা বুদ্ধদেববাবু বার বার বলতেন। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে মাওবাদীদের চুক্তি মত অস্ত্র ফেরত দেয়নি বলে নন্দীগ্রামের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে মাওবাদীরা খুন করে। মাওবাদীরা রাষ্ট্র বিরোধী ঘোষিত দল। একটা নিষিদ্ধ সংগঠনের সাহায্য যারা নেয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে তারাই ক্ষমতায় এসে অন্যদলকে দোষ দেয়। আমরা সকলেই জানি মাও নেতা তৎকালীন জঙ্গল মহলের মুকুট হীন সম্রাট গামছায় মুখ ঢেকে বলেছিলেন যে, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। অর্থাৎ সমর্থন করেছিল। মনে রাখতে হবে সমগ্র জঙ্গলমহল তখন মাওবাদীদের বকলমে 'জনগণের কমিটি'র দখলে। পুলিশ পর্যন্ত ঢুকতে পারত না। সেই জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর মোটর সাইকেলে বসে তৃণমূল নেত্রী ঘুরছে এ ছবি নিউজ চ্যানেলের লাইব্রেরিতে আজও সংরক্ষিত আছে।

দার্জিলিংএ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জন্য তৃণমূল নেত্রীকে আজ হাইকোর্টে দরবার করতে হচ্ছে। অথচ জঙ্গলমহল যখন চরম অশান্ত সে সময় জঙ্গলমহল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য বারবার তৃণমূল নেত্রী দাবি তুলেছে। কেন? মাওবাদীদের সমর্থন পাওয়ার জন্য। আজ বিজেপি একই কথা বলছে। শুধুমাত্র তৃণমূল আজ ক্ষমতায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল কিষাণজিকে মেরে দেওয়া হয়েছে— সুচিত্রা মাহাতোরা পুনর্বাসন পেয়ে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করছে (যিনি শিলদায় সিআরপিএফ ক্যাম্পে আক্রমণ করে ১৬ জন জওয়ানকে মারার নেত্রী ছিলেন)। ছত্রধর মাহাতো ইউএপিএ ধারায় জেল খাটছে। তবুও জঙ্গল মহল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী তোলার প্রয়োজন মনে করেনি তৃণমূল সরকার। একই দল একবার গোবর আর একবার ঘুঁটের ভূমিকায়।

আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে তৎকালীন বাম সরকার অপদার্থতা ঢাকতে অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করতে চায় নি। তারা বলেছিল অনাহার নয় অপুষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে। তৃণমূল এই নিয়ে কম হৈ চৈ করেনি। আর আজ উত্তর ২৪ পরগনা সহ বর্ধিত কলকাতার হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। সরকার ধমক দিচ্ছে ল্যাবরেটরি যাতে ডেঙ্গু বলে রিপোর্ট না দেয়। সরকার বলছে ডেঙ্গু নয়, অজানা জ্বরে মৃত্যু হচ্ছে। বাম আর তৃণমূলের সরকারের ঘোষণা কী অদ্ভুত মিল। সবই ওই গোবর–ঘুঁটের সম্পর্ক।

আমার চোখে নাচনী, ঘরের নাচে ময়ূরী

রূপকথা দে

নাচনী বিষয়ে আমি দু চারটে কথা বলতে চাই। নাচনী বিষয়ে আমি যতটুকু তথ্য জানি ততটুকুই আপনাদের বলবার চেষ্টা করবো। আমি যে গল্পটা বলব এটা আমার পুরুলিয়ায় গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেটাই আমি আপনাদের বলতে চাইছি।

আমি যে কয়েকজন নাচনীদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের বিষয়ে আগে বলি। প্রথমে বলবো সরস্বতী দেবীর কথা। সরস্বতী দেবীর পুরো নাম হলো সরস্বতী সিং পাতর। উনি নাচ গান সব–মোট কথা হল গোটা নাচনী শিল্পটাতেই দক্ষ। দক্ষ মানে বেশ দক্ষ। উনি সঙ্গীত মানে নৃত্য গীত বাদ্য তিনটেতেই বেশ সাবলীল। উনি যেমন মাদল বাজান, তেমনিই গানও করেন আবার তেমনিই অসাধারণ নাচেন। আমরা সবাই তো ওনার শিল্পকলা দেখে অবাক হয়ে গেছি। উনি সেজেগুজে আমাদের সঙ্গে গোটা সকাল থেকে পুরো বিকেল পর্যন্ত নাচ গান এবং কথাবার্তা বললেন তাঁদের জীবন সম্পর্কে। ওনার রসিক হলেন শ্রী ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়। উনি সরস্বতী দেবীর রসিক এবং গুরু। উনিও ভালো গান করেন এবং হারমোনিয়াম মাদল তবলা এসব বাজান। ওনারা প্রথমদিকে আমাদেরকে ঝুমুর গান এবং দরবারি ঝুমুর শোনান।আমরা ওনাদেরকে অন্য কোনো গান শোনাতে বললে ওনারা আমাদেরকে রামায়ণের কিছু কিছু অংশ গানের মাধ্যমে নিবেদন করেন। আমাদের সেটি খুবই ভালো লাগে।

আমাদের ঝুমুর গানগুলিও খুবই ভালো লাগে। ওনাদের সঙ্গে সেদিন আমরা খুবই মজা করেছিলাম। সে যাই হোক। এবার আমি বলবো বিমলা দেবীর কথা। বিমলা দেবীকে আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম জানেন ? বিমলা দেবীকে আমরা পেয়েছিলাম সেনাপোনার হাট থেকে। সে আরেক মজার ব্যাপার। উনি সেনাপোনার হাটে বসে আরো চার–পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমরা এ হাট ও হাট ঘুরে তারপর ওনাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হলাম। সে ব্যাপারে অবশ্য আমাদের একজন খুবই সাহায্য করেছেন ,তিনি হলেন আমাদের গাড়ির ড্রাইভার হরি কাকু। তিনি না থাকলে আমরা বিমলা দেবীকে খুঁজে বার করতেই পারতাম না। তা সে যাই হোক,

এবার বলি কি যে আপনারা একবার যাবেন নাকি বিমলা দেবীর বাড়িতে! চলুন যাওয়া যাক।

যেতে যেতে পথে সে আরেক মনোরম দৃশ্য। আমরা দেখলাম যে একটা গোটা রাস্তা জুড়ে সাদা,কালো, ছাগল, ভেড়া সার দিয়ে যাচ্ছে এবং সাইডে কিছু কিছু সবুজ গাছ সে এক অতি সুন্দর এবং মনোরম দৃশ্য। আমরা সেটার ছবিও তুলে রেখেছি। যাক গে এসব কথার ইতি এখানেই করছি। অনেক গল্প হল এবার একটু বিমলা দেবীর বিষয়ে বলি। বিমলা দেবীর গ্রামের নাম হল সটরা। বিমলা দেবীর শিল্পকলা অতীব সুন্দর এত সুন্দর যে আপনাদের বলে বোঝাতে পারবনা। তবুও আপনাদের বলবার চেষ্টা করছি। ধরুন আপনি পারভীন সুলতানার পাশে বসে ওনার শাস্ত্রীও সঙ্গীতের অসাধারণ মুরকি কাজ শুনছেন সেরকম, উনি হয়তো জনেন না যে মুরকি কাজটা কি এটা কীভাবে করে কিন্তু ওরা ওদের দরবারি ঝুমুর বা ঝুমুর গানে সেই প্রায় এক কাজ লাগিয়ে দিচ্ছে। না প্রায় বলছি কেন? সেই এক অসাধারণ মুরকি কাজ লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কাজটা যে লাগাচ্ছে তা বুঝতে পারছেনা। বিমলা দেবীও সেইরকম একজন গায়িকা। উনি হাত পা নেড়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে ওনার গানের গল্পগুলো বোঝাচ্ছিলেন। মোট কথা হল উনি যে গান বাজনাতে বেশ সাবলীল তা বেশ ভালো করেই বোঝা যায়। ওনার বাড়ির পাশেই ওনার নৃত্যগুরু প্রয়াত রঘুনন্দন কুমারের একটা মূর্তিও আমরা দেখলাম। মূর্তিটার পরিচর্যার অভাবে বাচ্চারা খেলার ছলে সেটাকে ঢিল মেরে মেরে এমন অবস্থা করেছে যে সেটাকে দেখে আমাদের প্রত্যেকেরই খুব খারাপ লাগছিল। রঘুনন্দন কুমার এবং বিমলা দেবীর

ছবিটাও আমি দিলাম। যাক গে বিমলা দেবীর অনেক কথা হল।

বিমলা দেবীর পরে আমরা গিয়েছিলাম জ্যোৎস্না দেবী ও বিকাশ মাহাতর বাড়ি এবার একটু তাদের কথায় আসি। জ্যোৎস্না দেবীর বাবার বাড়ি হল বান্দোয়ানের বাধডিতে। জ্যোৎস্না দেবীর রসিক হলেন বিকাশ মাহাতো। ওনারাও খুব ভালো নাচেন এবং গান। জ্যোৎস্না দেবী প্রথম দিকে একাই গেয়ে গেয়ে নাচেন ও বিকাশ মাহাতো তবলা, মাদল এসব বাজান। বিকাশ মাহাতো কিন্তু জ্যোৎস্না দেবীর শুধু রসিক নন, ওনি জ্যোৎস্না দেবীর রসিক এবং স্বামীও বটে। যাক পরে আমরা বলতে ওনারা একসঙ্গে গেয়ে গেয়ে নাচেন। আমরা ওখানে আরেকটা জিনিস দেখলাম সেটা হল আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে যখন প্রোগ্রাম থাকেনা তখন আপনারা কীভাবে আয় করেন ? তখন উনি কয়েকটা বড় বড় মুরগা দেখান, সেগুলো দিয়ে ওনারা তখন পুরুলিয়ার বিখ্যাত মুরগা লড়াই দেখিয়ে আয় করেন। আমার মনে হয় যে অন্য নাচনীদের থেকে ওনাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো আর ওদের প্রোগ্রাম করার জন্য একটি গাড়িও আছে। ও–হো–হো–

হো–হো এত কথার মাঝে আসল কথাটাইতো বলতে ভুলে গেছি, জ্যোৎস্না দেবীর ঠাকুরমাই হলেন পুরুলিয়ার বিখ্যাত নাচনী সিন্ধুবালা দেবী। ওনার কাছেই জ্যোৎস্না দেবী নাচ শিখেছেন। এবার একটু ওনার কথায় আসা যাক, চলুন। ১৯১২ শালে পুরুলিয়ার অন্তর্গত বান্দয়ান থানার মাঘলা গ্রামে সিন্ধুবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ওনার বাবা ছিলেন গৌর মাঝি ও মা রোবন মাঝি।

ঘটনাচক্রে ১২ বছর বয়সে তিনি সমাজ বর্জিত হন। একভাই, তিনবোন, সিন্ধুবালা দেবী সকলের চেয়ে বড়। মামা বাড়ি বাগুড়দাতে, মামা নেই তাই মা থাকতেন সেখানেই। ছোটো বেলাতেই বাবা মারা যান, এবং পিতৃহারা হয়ে মামা বাড়িতেই বড় হন। সিন্ধুবালা দেবী লালন পুরস্কার', সঙ্গীত একাডেমি পুরস্কার' সহ আরো অনেক পুরস্কার পান। এবং তিনি আস্তে আস্তে একজন বিখ্যাত নাচনী রূপে পরিচিত হতে থাকেন। আমার তো এই অবিজ্ঞতাটা খুবই ভালো লেগেছে, খুবই ভালো। আপনাদের কাছে এই অভিজ্ঞতাটা বলে আপনাদেরও বোধহয় আনন্দ দিতে পেরেছি। যদি না পেরে থাকি তাহলে মাফ করবেন। আর যদি আপনাদের একটু আনন্দও দিতে পারি তাহলে আমি আমার লেখাকে সার্থক বলে মনে করবো এবং আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বীরভূম

একই চিতায় দাহ বাবা ও ছেলের

অভীক মিত্র : একই চিতায় দাহ করা হলো বাবা ও ছেলেকে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার দেখুড়িয়া গ্রামে। মৃতরা হলেন কালীমোহন লেট (৬২) এবং রমেশ লেট (২১)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, দীর্ঘদিন থেকে জ্বর না কমায় বন্ধুরা চাঁদা তুলে ২৩ অক্টোবর রমেশ লেটকে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানায় মাথায় টিউমার হয়েছে রমেশের । ২৭ অক্টোবর রাত্রে বাড়ি নিয়ে চলে আসা হয় রমেশকে। ছেলের মারণরোগ শুনে ২৮ অক্টোবর সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কালীমোহন লেট। গ্রামের মানুষরা চাঁদা তুলে তারাপীঠ শ্মশানে দাহ করছিল তখন রমেশের মৃত্যুর খবর পৌছায় শ্মশানযাত্রীদের কাছে। বাবার চিতাতেই দাহ করা হয় ছেলে রমেশকে। পরিবারের দুই উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে পরিবার। পাঁচ বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সেজো ছিল রমেশ। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে রয়েছে দুই বোন। ২৯ অক্টোবর মৃত বাবা ছেলের বাড়িতে যান কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি রমেশের পরিবারের হাতে চাল, আনাজপাতি তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন রামপুরহাট শহর তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেকিব। দেখুড়িয়া গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ডেঙ্গু আক্রান্ত বিধায়ক, পদযাত্রা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন সাঁইথিয়ার তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহা এবং তার স্বামী দেবাশিস সাহা।

অন্যদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ রাজ্য সরকার এই ইস্যুতে রামপুরহাটে সোমবার পদযাত্রা করলো বীরভূম কংগ্রেস। লক্ষ্মীপুজোর পর বারানসী থেকে ফিরে গত ২৪ অক্টোবর দুপুরে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয় সাঁইথিয়ার তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহা এবং তার স্বামী দেবাশিস সাহাকে। ডেঙ্গু বলে সন্দেহ চিকিৎসকদের। মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আলাদা ওয়ার্ডে মশারি টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল বিধায়ককে এবং মশারি ছাড়া ছিলেন দেবাশিস সাহা। পরে কলকাতার নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় সাহা দম্পতিকে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে সোমবার ৩০ অক্টোবর বীরভূম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল থেকে শহরব্যাপী পদযাত্রা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদ, কংগ্রেস নেতা শাহাজাদা হোসেন ও জেলা নেতৃত্ব।

শিশুর গালের ভেতর থেকে কাজললতা বের করলেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে রোগী মৃত্যুর পর যখন রোগীর পরিবারের হাতে হেনস্থা হতে হচ্ছে চিকিৎসকদের তখন জটিল অস্ত্রপচারের

মাধ্যমে দেড় বছরের এক শিশুর গালের ভেতর থেকে ফুঁড়ে যাওয়া লোহার কাজললতা বের করে শিশুর পরিবারের কাছে 'ভগবান' রূপে উদয় হলেন বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর হাসপাতালের নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শুভেন্দু ভট্টাচার্য। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ২৭শে অক্টোবর দুপুরে ঝাড়খন্ডের সেককাঁদর গ্রামের বাড়িতে ভাত খাওয়ার পর লোহার কাজললতা নিয়ে খেলা করার সময় মুখ থুবড়ে পড়ে দেড় বছরের শেখ মুজাফফরের গালের ভেতরের অংশ ফুঁড়ে ঢুকে যায় লম্বা লোহার কাজললতা। সিউড়ি সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শুভেন্দু ভট্টাচার্য বিপদ–এর গুরুত্ব বুঝে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় শিশুটিকে হয়। ভাত খাওয়ার কমপক্ষে ৮ ঘন্টা পর যে কাউকে অজ্ঞান করার বিধি আছে। শিশুটি মাত্র একঘন্টা আগে ভাত খেয়েছিলো। শিশুটিকে ঝুকি নিয়ে অজ্ঞান করেন অ্যানেস্থেসিস্ট সঞ্জীব চৌধুরী। গালের ভিতর অংশ চিড়ে কোনোক্রমে কাজললতা বের করা হয়। চিকিৎসক শুভেন্দু ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এক্ষেত্রে রেফার করাটাই দস্তুর। কিন্তু তাতে শিশুর বিপদ বাড়তো। কাজললতাটি টনসিলের ঠিক পিছনে মহাধমনী (ইন্টারনাল ক্যারোটিক আর্টারি) পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। এখন শিশুটি পুরোপুরি সুস্থ। ' হাসপাতাল সুপার শোভন দে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ঝুঁকিপূর্ণ এমন অস্ত্রপচার করে শিশুর প্রাণ বাচাঁনো প্রশংসনীয়।'

বীরভূমে যুগলের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার ৩০ অক্টোবর সকালে বীরভূম জেলার সাজিনা শালবন জঙ্গলে একটি ওড়নার ফাসে যুবক ও যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতদের নাম সুখেন বাগ্দী (২১) এবং পম্পা বাগ্দী (১৭)। বাড়ি সাজিনা গ্রামের বাগ্দীপাড়ায়। দুইজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। পরিবার থেকে অগ্রহায়ন মাসে পম্পার বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। রবিবার বিকাল থেকে নিখোঁজ ছিল দুইজন। চন্দ্রপুর থানার পুলিশ এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতাল পাঠায়। বিকেলে গ্রামের শ্মশানে পাশাপাশি চিতায় দুইজনের দেহ দাহ করা হয়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গৌড়ীয় মঠে প্রতারণা, বেপাত্তা সাধু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি চাঁদনিপাড়া গৌড়ীয় মঠে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক সাধুর বিরুদ্ধে। অবশ্য সাধু বেপাত্তা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাসে সিউড়ি চাঁদনিপাড়া গৌড়ীয় মঠে মঠবাসী সেবক হিসাবে থাকতে শুরু করে মধ্য চল্লিশের এক ব্যক্তি। নিজেকে অমিত দাস বাবাজী বলে পরিচয় দেয়। মুম্বই ও কলকাতার তিনটি সংস্থার নামে ৮০ লাখ টাকার চেক মঠের প্রধান দামোদর ব্রহ্মচারীর হাতে তুলে দেয় অমিত। মঠের অ্যাকাউন্ট খোলার নামে জমানো ৪ লাখ টাকা নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় অমিত। মঠের কাছ ১৬ লাখ টাকা হাতিয়ে চম্পট দেয় সাধু অমিত দাস বাবাজী। সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মঠে অমিত দাস বাবাজীর সচিত্র পরিচয়পত্র না থাকায় ধন্দে পড়েছে পুলিশ।

নেই চিকিৎসক, ক্ষোভ প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন মাস ধরে চিকিৎসক না থানায় ক্ষোভ ছড়ালো এলাকাবাসীদের মধ্যে। বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাট। ৩১ জুলাই একজন স্থায়ী চিকিৎসক অবসর নিয়েছেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বড়লার পিনাকী সাহা সুবিধামতো এক থেকে দুই দিন এসে চিকিৎসা করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট অজয়কুমার মন্ডল। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে গোরু, ছাগল, কুকুরসহ জীবজন্তুর চিকিৎসা করাতে পারছেন না বলে অভিযোগ। রামপুরহাটের কংগ্রেস নেতা

বেহাল রাস্তায় দিশেহারা বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার একাধিক রাস্তা গর্ত, খানাখন্দে ভরা। বাড়ছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মতো ঘটনা। তারপরেও হুঁশ ফেরে নি প্রশাসনের। কোটাসুর থেকে কুলি পর্যন্ত বেহাল রাস্তার জন্য চারদিন বন্ধ ছিলো সাঁইথিয়া–বহরমপুর বেসরকারি বাস পরিষেবা। চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছিলো যাত্রীদের। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পারলিয়া পঞ্চায়েতের শঙ্করপুর গ্রামের রাস্তা। প্রশাসনকে জানিয়ে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ১৫ অক্টোবর নিজেরাই রাস্তা সংস্কার করলো ডেমুরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। বৈধরা থেকে তেঁতুলডিহি পর্যন্ত রাস্তা খারাপ। সংস্কারের দাবিতে ১২ অক্টোবর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কানাইপুর গ্রামের বাসিন্দারা। নলহাটি থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত ৬০ নং জাতীয় সড়ক বেহাল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়ত করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পথ দুর্ঘটনায় প্রায়শই ঘটছে প্রাণহানির মতো ঘটনা। মুরারই রেলগেট থেকে ভাদীশ্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তা খানা খন্দ বড়ো বড়ো গর্তে ভর্তি। প্রানের ঝুকি নিয়ে এই রাস্তায় লরি, টোটো, সাইকেল, বাস, চারচাকা, মোটরসাইকেল, টেম্পো চলাচল করছে। এরফলে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মুরারই স্টেশন থেকে নেমে পাইকর, নলহাটি, জাজিগ্রাম, রামপুরহাট, হিয়াতনগর সহ একাধিক জায়গা যেতে গেলে ভরসা এই বেহাল রাস্তা। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ চিনপাই ব্রিজ। আমডোল পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর থেকে কুলেড়া পর্যন্ত রাস্তা বেহাল। নানুর থেকে জুবুটিয়া যাওয়ার রাস্তা বেহাল। বৃষ্টি হলে মরনফাঁদে পরিণত হয় সিউড়ি –দুবরাজপুর রাস্তার সিউড়ি রেলব্রিজের আন্ডারপাস। আন্ডারপাসে ধাক্কা লেগে বাসের ছাদে বসা কয়েকজন যাত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তারপরেও হুশ ফেরে নি প্রশাসনের। নিম্নচাপের অতিরিক্ত বৃষ্টিতে দুপুর একটা নাগাদ মহিষাচটি এলাকায় রাজ্য সড়কে ধস নামে। বোলপুর–সাইথিয়া রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন থেকে বেহাল বীরভূম জেলার একাধিক রাস্তা। বাড়ছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে।

মুখ্যমন্ত্রীকে থোড়াই কেয়ার পুরসভা ও পঞ্চায়েতে

প্রথম পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আমলে সেই ক্যাডাররাজকে ভাঙার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সেই অধঃপতন থেকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন। হাসপাতালের দালালচক্রকে ভাঙার পাশাপাশি ওষুধের ক্ষেত্রে অসাধুচক্রকেও ভাঙার চেষ্টা করছেন। যা অনেকখানিই সফল। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলি তার অন্যতম নজির। তাঁরই সৃষ্টি 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প আজ বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত ও সম্মানিত। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ঊনিশ ফুটবল বিশ্বকাপের ছ'টি খেলা পশ্চিমবঙ্গের যুবভারতী স্টেডিয়ামে সংগঠিত হয়েছে। বিশ্বের অতিথি দল এখানে খেলতে এসেছিল। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই খেলা এখানে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মত ঘটনা সহ কোনও অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা কিছুই হয়নি। রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে তা সমাধা করেছে, তাতে বিশ্বের দরবারে বাংলার সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে।

কিন্তু রাজ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারের যে অসহায় অবস্থা তার দায় বহুলাংশেই স্থানীয় পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দায়সারা গোছের কার্যকলাপ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক তাপসকুমার সরকার বলেন, 'ডেঙ্গু যেখানে একটা মহামারির আকার ধারণ করেছে, যা নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। একারণে তিনি সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে জরুরিকালীন তৎপরতায় কার্যকর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এসত্ত্বেও অধিকাংশ পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিকে কার্যত অমান্য করছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা যদি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগের গভীরতা বুঝতেন, তাহলে এতদিনে দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়তেন। দমদম, বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর, বনগাঁ, বাদুড়িয়া, বসিরহাটসহ বিভিন্ন পুরসভাগুলির পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো ডেঙ্গুর আতুরঘরগুলোকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এখনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি। এজন্য বেসরকারি মতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান ক্রমবর্ধমান। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর পরিষেবা যথেষ্ট ভাল হলেও রোগীর চাপের ফলে সবাইকে সঠিক ভাবে তারা পরিষেবা দিতে পারছে না। ডেঙ্গুর জন্যে ব্যাপক হারে শিবির তৈরি করে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো দরকার ছিল। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল কর্মকর্তারা তা করেননি।'

ডেঙ্গু প্রতিরোধে বারাসত পুরসভার পদক্ষেপ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের পুরসভায় ডেঙ্গুর পার্সেন্টেজ অনেক কম। আমরা এপ্রিল মাস থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার পুরসভার ডেঙ্গু নির্ণায়ক মেশিন আছে দুটি। সমস্ত ওয়ার্ডে চারজন করে হেলথ অর্গানাইজার আছে। তারা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে। দুটো কার্ড আছে, যার একটি যে বাড়িতে সার্ভে করে সেখানে থাকে ও অন্যটি যে সার্ভে করে তার কাছে থাকে। এছাড়া প্রতিদিন ডেঙ্গু সচেতনতা মিটিং, মিছিল সহ প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিন স্প্রে করা, ব্লিচিং ছড়ানো, কামান দিয়ে ধোঁয়া দিই। এছাড়া আমাদের ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। এগুলি হল, মধ্য বালুরিয়া, দ্বিজহরি দাস কলোনি, নবপল্লি বয়েজ স্কুলের কাছে, হাটখোলা, নতুন পুকুর ও বাদুতে। এছাড়া প্রতিদিন চারটে করে ওয়ার্ডে ৫০ জন কর্মী প্রতিদিন ব্লিচিং, স্প্রে, ধোঁয়া ইত্যাদি দেওয়া সহ পরিষ্কার করা হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া প্রতিটি পুকুর ও জলাশয়গুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পুকুর মালিকদের জরিমানা করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। তাছাড়াও নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

বারাসত হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'জ্বরের রোগী মানেই ডেঙ্গু নয়। চিকিৎসা হয় উপসর্গ দেখে। তবে যে কোনও ভাইরাল ফিভারের ক্ষেত্রেই মূলত চিকিৎসার প্রোটোকল একই। যে খারাপ লক্ষণ গুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া জরুরি, সেগুলো হল প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, মাথা ঘোরা ভাব, শরীরে লাল লাল রঙের দানা বেরোনো, চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া, হঠাৎ পায়ের গোড়ালি ও চোখের পাতা ফুলে যাওয়া। এক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ মোটেই খাওয়া যাবে না। র‍্যাপিড কিট টেস্টে অনেক সময় ভুল রিপোর্ট চলে আসে। সে ক্ষেত্রে বেসরকারি ল্যাবগুলি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। যার ফলে হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। একটা সময় ইমার্জেন্সিতে জায়গা দেওয়া যায়নি। সবচেয়ে ভোগান্তি হয় রোগীদেরই। তবে এখন জ্বরে ভর্তির সংখ্যা অনেক কমেছে।'

উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক দিলীপ রায় বলেন, 'অনেকে দাবি করছেন, রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডেঙ্গুর প্রভাব পড়তে পারে। এটা ঠিক নয়। কারণ ভোটটা হয় সাধারণত বিজলি, পানি, সড়ক (অর্থাৎ বিদ্যুৎ, জল ও রাস্তাঘাট)–এর উপরে ভিত্তি করে। এদিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যথেষ্ট সফল। আজ প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরলেও দেখা যাবে বিদ্যুতায়ন সহ পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও উন্নত রাস্তাঘাট। তবে হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি শয্যাসংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। এদিকে রোগী বেড়েছে প্রচুর। বিগত বামফ্রন্ট শাসকের চেয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তুলনামূলক অনেক বেশি মানবিক। সামাজিক সুরক্ষায় কন্যাশ্রীর পাশাপাশি সবুজসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী সহ বিভিন্ন প্রকল্প যা আগে ছিল না। সম্প্রতি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করছেন। এসবের পাশাপাশি তার যে মাইনাস দিকটি তা হল তাৎক্ষণিক বেফাঁস কিছু কিছু মন্তব্য। যেমন পার্ক স্ট্রিট কান্ডকে 'সাজানো ঘটনা' বলা, দায় এড়ানোর জন্যে সব কিছুর মধ্যে চক্রান্ত খোঁজা, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীসুলভ দায়িত্ব পালনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনীহা। তবু এখনও সাধারণ মানুষের তাঁর কাছে প্রত্যাশা অনেক। তাঁর দলের নেতা, কর্মীরা বক্তব্যে বলেন, 'দিদির অনুপ্রেরণায়'। কিন্তু দিদি তাদের চুরি করতে বা ঘুষ নিতে বলেন? এইসব নেতা, কর্মীরাই তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। যদিও মানুষ এখনও মমতাতেই আস্থা রাখেন।'

প্রসঙ্গত, উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ ওয়ান ডাঃ নির্মাল্য রায় জ্বর সংক্রান্ত চিকিৎসায় অযথা ভয় না পাওয়া এবং গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন হাড়োয়া, রুদ্রপুর, মিনাখাঁ, টাকি সহ বিভিন্ন এলাকায়।

জুট কর্পোরেশনে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাটের সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে গত ২ নভেম্বর কলকাতার মেট্রো চ্যানেল থেকে মিছিল করে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার দফতরে ডেপুটেশন দিল রাজ্য কিষাণ–খেত মজুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন সংসদ সৌগত রায়। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক এই ডেপুটেশনে যোগদান করেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বেচারাম মান্নার দাবি এ রাজ্যের পাট চাষিরা পাটের সঠিক দাম পান না। তারা আজ বিপন্ন। এর জন্য দায়ী কেন্দ্র সরকার। পাটের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করে জে সি আই। ঘোষিত সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৩০০০ টাকা, অথচ কৃষকের খরচ পড়ে ৩৮৬০ টাকা।

রাজ্য হস্তশিল্প মেলার সূচনা বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসতের কাছারি ময়দানে, হস্তশিল্পের প্রসারের জন্যে ২৯ অক্টোবর সূচনা হল রাজ্য হস্তশিল্প মেলা। উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্র ও প্রাণী সম্পদ বিকাশের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক অন্তরা আচার্য, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, দফতরের অতিরিক্ত ডিরেক্টর (এস ই পি এস) সুবল চন্দ্র পাঁজা, জেলা অধিকর্তা (ডি আই সি) প্রণব কুমার নস্কর প্রমুখ। প্রতিদিন বেলা ১টা তেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা এবং চলবে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বলে উদ্যোক্তারা জানান। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ১২০০ হস্তশিল্পী ২৫টি স্টল এবং প্রতিটি জেলার একটি করে প্যাভিলিয়নে রয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রধান নদীগুলির নামে স্টলগুলির নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ হস্তশিল্পী আছেন। এদের প্রায় সকলকেই সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে পরিচয়পত্র প্রদান সহ বৃদ্ধ প্রবীণ ৩১৮৭ জন শিল্পীকে মাসিক ১ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। বিশ্ববাংলার নামে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থানগুলি সহ অন্যান্য রাজ্যেও এই হস্তশিল্পীদের জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মেলার সূচনা উত্তর চব্বিশ পরগনা দিয়ে হলেও চলতি আর্থিক বহরে কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলা শহরেও এই মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন মেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উদ্যোক্তারা।

চুঁচুড়ার মীনভবনে আয়োজিত চুনোপুঁটি খালবিল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা: চুঁচুড়ার মীনভবনে হুগলি জেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হল একদিনের চুনোপুঁটি খালবিল উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। উৎসব সূত্রে জানা যায়, রাজ্য থেকে লুপ্ত হতে চলা চুনোপুঁটি, মোরল্লা, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের চাষ ফিরিয়ে আনা ও তার পাশাপাশি রাজ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আমদানি কমিয়ে এই রাজ্য থেকে সারা দেশে মাছ রপ্তানি করাও মাছ চাষের একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণে এই রাজ্যেও চাষিদের মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে। যে সব মাছ চাষি প্রতি হেক্টরে প্রায় ৮ – ১০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করবেন তাঁদের বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ইনসেনটিভস দেওয়া হবে বলে অনুষ্ঠান সূত্রে জানা যায়। এছাড়া মাছ চাষিদের বিনামূল্যে মাছের চারা, খাবার ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সাল থেকে এই লুপ্ত হতে চলা চুনোপুঁটি, মোরল্লা, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের চাষ ফিরিয়ে আনার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাঝি, জেলা পরিষদের সহ – সভাধিপতি চামলী মুরমু, মৎস্য কর্মাধক্ষ্য আফসার হুসেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী ও প্রমুখ।

সমাজসেবীর উদ্যোগে বাংলাদেশের কক্সবাজারে ত্রাণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ক্যানিং –দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অন্যতম পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লক। পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লক এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের বসবাস। যার মধ্যে বেশীর ভাগ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। সেই গ্রামেই চোখের সামনে নিজের ভাইপোকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেননি পেশায় শিক্ষক আনোয়ার হুসেন কাসেমী। নিজেই চিন্তাভাবনা করে শিক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ দরিদ্র অসহায়দের জন্য দুটি স্কুল গড়েন। বর্তমানে দরিদ্র অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য ৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল গড়ে তুলছেন । যার কাজ প্রায় শেষাগত। সেই থেকেই সমাজে ধর্ম,বর্ণ,নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজসেবার কাজ করে চলেছেন সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হুসেন কাসেমী। এর আগে তিনি ওড়িশা,গুজরাট এবং সুন্দরবনে ভয়াবহ আয়লা বিপর্যয়ের সময় ও ত্রাণ নিয়ে বিলি করেছেন প্রত্যন্ত এলাকায়। ঠিক তেমনই ভাবে মায়নমার থেকে বিতাড়িত অত্যাচারিত অসহায় রোহিঙ্গাদের পাশে হাজির হলেন প্রায় ১২লক্ষ টাকার ত্রাণ নিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে। ফোনে আনোয়ার হুসেন কাসেমী জানান, আমরা বাসন্তী চুনাখালী ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা শিবিরে খাদ্য,বস্ত্র,ও নগদ অর্থ হিসাবে প্রায় ১২লক্ষ টাকার ত্রাণ দিয়েছি এবং এরপর আগামী দিনে ও আরো কিছু ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে।

মহানগরে

পিআইবি দফতরে জাতীয় একতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র কলকাতাস্থিত দপ্তরে অতিরিক্ত মহানির্দেশক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী দপ্তরের সকল কর্মী –আধিকারিকদের রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করান। দপ্তর চত্বরে অবস্থিত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অন্য সংবাদমাধ্যমগুলি যেমন সিবিএফসি ও প্রকাশনা বিভাগ এবং অন্য কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর যেমন মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকাধীন খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্থানীয় দপ্তর ইত্যাদির কর্মী–আধিকারিকরাও শপথ–পাঠে যোগ দেন। উপস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের শপথবাক্যও পাঠ করেন।একইসঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালনও শুরু করা হল।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় একতা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে পিআইবি'র অতিরিক্ত মহানির্দেশক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী সর্দার প্যাটেলের প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তীকালে দেশের অখন্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইতিহাস সংক্ষেপে জানান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক দীপক মিত্র সহ উপস্থিত আরো অনেকেই সর্দার প্যাটেলের জীবন ও সময় এবং দেশের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন।

জাতীয় একতা দিবস পালন করা হল দক্ষিণপূর্ব রেলের গার্ডেনরিচে প্রধান কার্যালয়ে। একতার জন্য দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন সকল কর্মচারীরা এবং এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন এসইআর–এর অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার অনির্বাণ দত্ত।

৩০ অক্টোবর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কনফারেন্স হলে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স রিডিফাইনিং ইন্ডিয়াস ইনস্যুরেন্স ল্যান্সস্কেপ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দ্য নিউ ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার তথা ফিন্যানসিয়ল অ্যাডভাইসর শ্রী সি নারাম্বুনাথন। ভারত সরকারের নতুন ইনস্যুরেন্স নীতি নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের সভায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কোম্পানির অধিকর্তারা এবং এমসিসিআই–এর সদস্যরা। –ছবি: উৎপল রায়

ডায়বেটিস এখন ঘরে ঘরে মূল সমস্যা। তাই এই রোগ নিয়ে সচেতন করতে 'বিশ্ব ডায়বেটিস দিবস' ১২ নভেম্বর জিডি হসপিটাল এক পদযাত্রার আয়োজন করেছে যার সূচনা করবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি–র সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিসংখ্যান বলছে ভারতে ২০০০ সালে ডায়বেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবথেকে বেশি ছিল সারা বিশ্বে। এছাড়াও এই সংস্থা থেকে এক ভ্রাম্যমাণ ডায়বেটিস কেয়ার যান সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়ে বিনামূল্যে ডায়বেটিস পরীক্ষা এবং তা নিয়ে সচেতনতা শিবির গড়ে তুলবে।

ব্যক্তিগত মালিকানার পতিত জমি ডেঙ্গুর কারণ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য, দফতরের এক সমীক্ষার ফলাফলে উঠে এল এক লক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি হল কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির এক মূল কারণ, নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত মালিকানা প্রাপ্ত দীর্ঘদিন যাবৎ ফাঁকা পড়ে থাকা জমিগুলি। অতি সম্প্রতি, কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এই সব ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকা জমির ক্রমোন্নতির বিষয়ে আইনগত দিকগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে চলেছে। পুর স্বাস্থ্য দফতর লক্ষ্য করছে এইসব ব্যক্তিগত মালিকাধীন জমিগুলি দীর্ঘদিন পতিত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে সে স্থলে রাবিশ থেকে নানান আবর্জনা স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সেখানে 'এডিস এজিপ্টাই' থেকে 'কিউলেক্স বিশনোই' থেকে 'অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই' প্রজাতির মশার সুবর্ণ বংশবিস্তার –এর স্থান গড়ে উঠছে। আর জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানার হওয়ায় পুর জঞ্জাল সরবরাহ দফতরের কর্মীদের পক্ষে আইনগত বাধার কারণে সেই জঞ্জাল পরিষ্কার করাও সম্ভব হচ্ছে না।

কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করছে পুর এলাকার ১০১–১৪৪ নম্বর পুরসংস্থার সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলিতে অধিক পরিমাণে দীর্ঘদিন ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যক্তিগত মালিকানার জমি রয়েছে। আর সে স্থলে নানান আবর্জনা জমা হয়ে স্তূপীকৃত রূপ ধারণ করেছে। ১০ নম্বর বরোর ১২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯১, ৯২, ৯৩ ও আরো দু'য়েরটি ওয়ার্ডের এমন ঘটনা আছে। ফলে পাশ্ববর্তী জায়গার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পুর স্বাস্থ্য দফতর চলতি অর্থবর্ষের মে থেকে জুলাই তিন মাস যাবৎ কলকাতা পুর এলাকার ব্যানারের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে জঞ্জাল যত্রতত্র না ফেলে পুরসংস্থার নির্দিষ্ট ভ্যাটে ফেলার বার্তা দেওয়া হয়। পুর কর্তৃপক্ষ এখন লক্ষ্য করছে জনস্বার্থে ওই ব্যানার বার্তার আশানুরূপ ফল মেলেনি। যে কে সেই কলকাতার অধিকাংশ ব্যক্তিগত মালিকানা জমিতে জঞ্জাল স্তূপীকৃত রূপ নিচ্ছে। যা পুর আইন লঙ্ঘনীয় ঘটনা। এ বিষয়ে পুর অধিবেশনে বামফ্রন্ট পুর প্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের এ বিষয় সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, নির্দিষ্ট প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনও ব্যক্তি কলকাতা পুর এলাকায় জমি কিনে তা রূপায়ণ না করে দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে পুর কর্তৃপক্ষ ওইসব জমির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুর আইনগত দিকগুলি খতিয়ে দেখছে। ওই জমিগুলির বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সমস্ত আইনগত বিষয়ে খতিয়ে দেখে ওই জমিগুলির বিষয়ে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে।

প্রসঙ্গত, নতুন সম্পত্তিকর ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে 'দি মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন কমিটি' কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তি (জমিজমা) মূল্যায়ন ও কর নির্ধারণে 'এলাকাভিত্তিক কর ব্যবস্থা' (ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি) চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল মাস থেকে চালু করেছে। সেই 'সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট' ফর্মের 'অ্যানেক্সচার' '২বি' এবং '৩ই' (ইউ–৯/ইউ–১০) তে পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনও জমির মোট 'ল্যান্ড এরিয়া'র ৪০ শতাংশের কম এলাকা যদি কভার্ড হয়ে থাকে বা জমিটির পুরোটা যদি ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ল্যান্ড এরিয়ার ওপর সম্পত্তি কর (প্রপার্টি ট্যাক্স) দিতে হবে ওই জমির মালিককে। 'এমভিসি'–এর এই নয়া নিয়ম থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে কলকাতা পুর এলাকায় ৪০ শতাংশের অধিক কভার্ড এরিয়ার জমির সম্পত্তি করের পরিমাণ কম আর ফাঁকা জমির ট্যাক্স বেশি। এই নিয়ম থেকে আরও পরিষ্কার 'এমভিসি' কলকাতাবাসীর জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য রেখে ব্যক্তিগত মালিকরা ফাঁকা জমি রাখতে চাইছে না।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় নিজ নিজ গড় সামলাতে ব্যস্ত জনপ্রতিনিধিরা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : জেলাজুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ঠিক সমান তালে মৃত্যুও থাবা বসাচ্ছে আক্রান্তদের মধ্যে। গত বুধবার থেকে জেলাতে মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ৯ জনের। বৃহস্পতিবারও দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বারাসত, মছলন্দপুর, গাইঘাটা ও বনগায় ৪ জন এবং দেগঙ্গায় ২ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। মৃত্যুর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাজারহাটের বছর ৩৫–এর গৃহবধূ লুথফান বিবি ও দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের নমিতা দেবী মারা গিয়েছেন। দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, হাবড়ার পর জ্বরের প্রকোপ ক্রমশ জেলা সদর বারাসতে ধাবিত হচ্ছে। বারাসত পুর এলাকায় বুধবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ইন্দ্রজিৎ মোদক নামের বছর চুয়াল্লিশের তরতাজা যুবকের। জেলায় ডেঙ্গুর সর্বোচ্চ প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে দেগঙ্গা, হাবড়া, বনগাঁ, বাদুড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় দেরিতে হলেও স্থানীয় প্রশাসন কর্মক্ষম হতে শুরু করেছে। তদুপরি পুর বোর্ড বা পঞ্চায়েত গুলিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাবধানবাণী তথা হুঁশিয়ারির পর পুরসভা বা পঞ্চায়েতগুলিকে অতি সক্রিয় হতে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা মারার তেল, ফগিং মেশিন, ডেঙ্গু ডিটেকশন মেশিন দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশে জন প্রতিনিধিদের দিন–রাত এক করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাবড়া ব্লক–১ এর সভাপতি রত্না বিশ্বাস বলেন 'প্রতিটি পঞ্চায়েতকেই রোগ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে। বহু আগে থেকেই ফিল্ডে নেমে কাজ করছেন কর্মীরা। ব্লকের ৭টি পঞ্চায়েত সর্বক্ষণ

লেকটাউনে রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধেই জোর দিচ্ছেন তিনি। তার কথায় ''ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘুরে ঘুরে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করছি। ব্লকের আওতায় থাকা প্রতিটি বিদ্যালয়কে ডেঙ্গু সচেতনতায় সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'' সভাপতি আরও জানান পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়ে রোগ মোকাবিলায় তারা সর্বদাই তৎপর আছেন। শহর কেন্দ্রিক বারাসত শহরের চিত্রটা একটু আলাদা। বারাসত হাসপাতালে রোগীর চাপ কমাতে বারাসত পুরসভার তরফে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত ডাক্তার ডেঙ্গু পরীক্ষা শিবিরে যোগদান করায় খানিক সুবিধা পাচ্ছেন রোগীরা। যদিও বারাসত শহরে ইতস্তত নোংরা আবর্জনাযুক্ত জঞ্জাল চোখে পড়ছে। পুরসভার আওতাধীন ড্রেনগুলিকে এখনো পুরোপুরি সংস্কার করা হয়নি।

খাল, বিল কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেও, জঞ্জালের স্তূপ চোখে পড়ছে। বারাসত বাদে বিধাননগর পুর এলাকাতেও দু একটি ছোট জলাশয়কে এখনও মশা মাছির আতুরঘর হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখা যাচ্ছে। বারাসত শহরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হলেও জলাশয় বা ছোট জলাধার গুলিতে এখনও প্লাস্টিক বা থার্মোকল ভাসতে দেখা যাচ্ছে যা কিনা অত্যন্ত হানিকর বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''প্রতিদিন নিয়ম করে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কারের পাশাপাশি চারটি করে ওয়ার্ডকে নিয়ে মশা নিধনের কাজ চলছে। সন্ধ্যা অবধি তেল, ফগিং মেশিন এবং ব্লিচিং ছড়ানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ে বাড়ি বাড়ি চলছে সচেতনতা প্রচার।'' বারাসত বাদ দিয়ে কেষ্টপুর, লেকটাউন, বিধাননগর এখনো পুরোপুরি জঞ্জালমুক্ত নয়। প্রতিদিন ডেঙ্গুর মৃত্যুতে শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষজন। সরকারের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবু জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ গড় আগলানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিধাননগর হাসপাতালের হালও সোচনীয়। রোগীরা ভিত।

কেষ্টপুর খাল সংলগ্ন এলাকায় এভাবেই জল জমে আছে। ওষুধের বালাই নেই

বারাসতের এক পুকুরের এমনই হাল হয়ে রয়েছে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় বাঁধ ভাঙা ভিড়

মলয় সুর, চন্দননগর : ৩০ অক্টোবর সোমবার দশমীর দিন জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা ঘিরে চন্দননগরে ছিল বাঁধ ভাঙা ভিড়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকায় ছোট–বড় মিলিয়ে মোট ৩৫০টি পুজো হয়েছে। এর মধ্যে ১৬১টি পুজো সেন্ট্রাল কমিটির তত্ত্বাবধানে। সোমবার শোভাযাত্রায় ৭৯টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করে। বাকি পুজো কমিটি এদিন সকাল ১টা থেকে বিসর্জন শুরু করে দেয়। প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই পুজো কমিটিগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিসর্জন প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই বিসর্জনের আগে সিঁদুর খেলা হয়েছে। তা দেখার জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রা দেখার জন্য ভালো জায়গার দখল নিতে দুপুর থেকেই লড়াই শুরু হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, এ বছর ৭৯টি পুজো কমিটি ২৬৮টি সুসজ্জিত লরি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা এবং আলোকসজ্জার জন্য পুজো কমিটিদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। এ বছর সন্ধ্যা নাগাদ উর্দি বাজার থেকে প্রথম শোভাযাত্রা বের হয়। এরপর নম্বরের ভিত্তিতে ৭৯টি পুজো কমিটি তাদের শোভাযাত্রা বের করে। সারারাত ধরে চলা এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য দূর–দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এদিন দুপুর থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করে দেন। শোভাযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার ধারে জায়গা দখল নিয়েও দর্শনার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হতে দেখা গিয়েছে।

অনেকে রাস্তায় চেয়ার পেতে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠুভাবে শোভাযাত্রা দেখার ব্যবস্থা করে দেন। যদিও বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন। আর শান্তিতে শোভাযাত্রা দেখবে বলে বহু

দর্শনার্থী সেই জায়গা কিনতে ভিড় করেন। রাস্তার দু'ধারে দর্শনার্থীরা গিজ গিজ করে। রাস্তা দিয়ে নিত্য নতুন থিমের আলোকসজ্জা লাইন দিয়ে প্রতিমার সঙ্গে যায়। সারারাত শুধু এই আলোর শহর চন্দননগর গমগম করে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট–১ পীযূশ পাণ্ডে বলেন, এ বছর শোভাযাত্রার জন্য প্রচুর পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। এছাড়া উপযুক্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে চারিদিকে। বাগবাজার সর্বজনীন পুজো কমিটির এ বছর ১৮৩ বছর পূর্তি ছিল। তাই এবার শোভাযাত্রাতে ও পুজো উদ্যোক্তারা নতুন চমক রাখেন। এখানে ৩০ ফুট উচ্চতার প্রতিমা। এই কমিটির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ অমিয় কুমার সাহা বলেন, এ বছর তাঁরা শোভাযাত্রায় থিম চিড়িয়াখানা ও খেলাঘর তুলে ধরেন। সেখানে বাঘ, হাতি, জিরাফ, সিংহ কী নেই। এবার শোভাযাত্রায়তেই বাজেট ৫ লক্ষ টাকা, ৪টি ট্রাকে শোভাযাত্রা বের হয়। প্রতিবছর বাগবাজার পুজো কমিটির শোভাযাত্রা বিরাট বেলুন সকল দর্শনার্থীদের নিদর্শনের উচ্ছ্বাস উপচে পড়ে। ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলা পুজো কমিটি এবার ২২৫ বছর পদার্পণ করেছে। এখানে নবমীতে ৭০০ বলিদান হয়। এখানে নবমীর দিন কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলার পুজো দেওয়ার লাইন দেয়।

ওই সময় আবার গঙ্গা থেকে স্নান করে দণ্ডী খাটার ধূম পড়ে প্রচুর। এবারে শোভাযাত্রায় থিমে 'স্বপ্নের দেশ', রাক্ষস খোক্কস, রাজকুমার সবকিছুই আলোক সজ্জায় সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসীম চট্টোপাধ্যায় (নধু) বলেন, ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী পুজোয় একমাত্র বিজয়ার আগে নারী সেজে প্রতিমা বরণ করেন পুরুষরা। বিগত দুশো বছর ধরে এই রীতি প্রথা মেনে আসা হচ্ছে। বরণ করছেন সুকোমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সি নে মা ঘ র

প্রচারে লাইমলাইটে আসতে চাননি জীবন গুহ

শুভঙ্কর ঘোষ : বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে খসে পড়ল একটা তারা। যিনি কখনো প্রচারের লাইম লাইটে আসেন নি বা আসতে চানও নি। তিনি হলেন সদ্য প্রয়াত হওয়া প্রখ্যাত চরিত্রাভিনেতা জীবন গুহ। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে টালিগঞ্জের নেতাজি নগরে নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনী এবং দুই মেয়েকে। ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে ছিল আমার দাদা ও ভাইয়ের সম্পর্ক। তার বাড়িতে আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। তিনি আমার ছোট বোনের বিয়েতে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের বাড়িতে এসেছিলেন। মারা যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে আমাকে ফোন করে বলেন, এদিকে এলে দেখা করে যেও। মৃত্যুর দিন ৫–৬ আগে আমি দেখা করে আসি। হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাই আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিলেন, এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন স্বপ্নে ভাবিনি।

আমার সঙ্গে দাদার প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ বিদেশ বসুর 'অঙ্গীকার' ছবির মহরৎ এর সময়। যদিও এই ছবি আর হয়নি। টুটুল ব্যানার্জীর 'জঙ্গী' আর 'মেজোবাবু' ছবির শুটিং এর সময় আমাদের দাদা–ভাইয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। 'মেজবাবু' ছবিতে আমি অভিনয় ও করেচিলাম। আমাদের এই দাদা–ভাইয়ের সম্পর্ক জীবনদার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। দাদার কাছে উত্তমকুমার থেকে ছবি বিশ্বাস, সুচিত্রা সেন থেকে ঐশ্বর্য রাই–এর কথা শুনেছি। টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে শুনেছি। জীবনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নয় নয় করে এক যুগের মতো। জীবনদার সঙ্গে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাই বার দুই আড্ডা মারতে। খুব গুণী মানুষ ছিলেন, যার হাত থেকে 'ধন্যি মেয়ে', 'মৌচাক', 'অগ্নীশ্বর'–এর মতো ছবি বেড়িয়েছিল। দাদার সিনেমায় আসাটা নিজের ইচ্ছায় নয়।

সঙ্গীতশিল্পী বাপি লাহিড়ীর বাবা অপরেশ লাহিড়ী এক প্রকার জোর করে 'জনতা আদালত' ছবির মারফৎ বড় পর্দায় দাদাকে হাজির করে। তারপর একের ৭০ এর ছবিতে কাজ করে নিয়েছেন। তিনি ঊষা ফ্যান কোম্পানিতে চাকরি করতেন, তাই সিনেমায় তাকে ছোট ছোট চরিত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি। কারণ তিনি চাকরি বাঁচিয়ে সিনেমা করছেন। চাকরির জন্য বড় বড় ছবিতে ভাল ভাল চরিত্রে কাজ করতে হাত ছাড়া হয়ে যায়। জীবনদা টলিউডের প্রথম ফাইট মাস্টার যাবে প্রথম নিয়োজিত করে ছিলেন স্বয়ং মহানায়ক উত্তরকুমার ছবিটির নাম ছিল। জীবনদার কথায়, সম্ভবত 'রৌদ্র ছায়া'। এই ঘটনার কথা জীবনদার মুখ থেকে আমার শোনা। তখন আমি ৩৫ বছরের যুবক। আমি তখন নামকরা মস্তান। টালিগঞ্জের রাস্তা ঘাট চওড়া হয়নি। রামবাবুর মিষ্টির দোকানে খুব ভাঙা হতো। এই অঞ্চলের সবাই এমনকি স্টুডিও পাড়ার লোকজন পর্যন্ত আমাকে সমীহ করে চলত। আমার একজন চেনা, আমাকে বলে বস উত্তমকুমার জিনস পরে 'হিন্দি' ছবির মতো শুটিং করছে। যাবে চল দেখে আসি। ইন্দ্রপুরীতে গিয়ে দেখি উত্তমকুমারকে ঘিরে ধরেছে সবাই।

উত্তমকুমার দুটো বোতল ভেঙে চার্জ করে। এই দৃশ্যের মনিটর হচ্ছিল। ছবির পরিচালক কে ছিলেন মনে নেই। পীযূষ বসু আমাকে চিনতেন, তিনি ফ্লোর কনডাক্ট করছিলেন। তাকে বলি এই শটটা ঠিক হচ্ছেনা, দু–তিনবার বলার পর তিনি আমাকে বললেন তুমি গিয়ে সরাসরি উত্তমকুমারকে বল শটটা আপনার ঠিকঠাক হচ্ছে না। আমি সোজা গিয়ে উত্তমকুমারকে কথাটা বলতে, আমাকে একটু নিরিক্ষণ করে দেওয়ার পর বলেন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারেন। আমি ঠিক যেভাবে দেখিয়েছি, তিনি সেইভাবে শট দেন, এক টেকে ওকে হয়ে যান। উত্তমবাবু পরপর তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন শটটা ঠিক ছিল কিনা।

আমি ভেবেছি পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করছেন। পরে যখন বলেন দাড়িওয়ালা জীবনবাবু আপনাকে বলছি, তখন বুঝতে পারি আমাকে বলছেন। এরপর পাশে বসিয়ে আমাকে কফি খাইয়ে আমার খোঁজ খবর নিতে বলেন, বলেন, আপনি তো মশাই নামি লোক। আপনার কারখানা তো বন্ধ। একটু ফাইট দেখিয়ে দেবেন। ডিরেক্টারের সথে কথা বলে নিন, ঠিক হয় আমি প্রতিদিন ২০০ টাকা করে পাব। সেই সময়ে ওই টাকার মূল্য অনেক। বড় বড় চরিত্রাভিনেতারা পেত। উত্তম কুমার ডিরেক্টারকে বলেন ২০০ নয় ওটা ২৫০ টাকা করে দেন। তবে ব্যাপারটা না কি বলছেন স্বয়ং মহানায়ক। কাজে লেগে পরি, উত্তমবাবু বলে গেলেন, মাসে মাসে চলে আসবেন বিকেলের দিকে এনটি ওয়ান স্টুডিওতে। এই আমার সঙ্গে মহানায়কের প্রথম আলাপ। এনটি ওয়ানে গিয়ে আড্ডা মারতাম মধ্যমণি স্বয়ং মহানায়ক। আর যারা আসতেন তারা হলেন বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী, মন্টু ব্যানার্জী, প্রশান্ত ব্যানার্জী, সূর্য চ্যাটার্জী (আর্ট ডিরেক্টর) আরও অনেকে আসতেন। আড্ডা হত, মুড়ি, সিঙারা হতো। উত্তমবাবু আনাতেন। সবাই উত্তমকুমারকে তাদের কাজ করিয়ে নিতেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন জীবনবাবু একমাত্র আপনি কখনো নিজের জন্য বলেন নি। জীবন গুহ উত্তমকুমারের সঙ্গে ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেছেন 'ধনরাজতামাং' 'সব্যসাচী', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'বহ্নিশিখা', 'অগ্নিশ্বর', 'বাঘবন্দী খেলা', 'সিস্টার', 'আরো একজন' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে জীবনদার কথায় এটা বিশেষ সাংঘাতিক কিছু নয়। জীবনদা ঊষা কোম্পানিতে কাজ আর অভিনয় দুটো একসঙ্গে করতে গিয়ে ভাল ভাল ছবিতে অভিনয়ের স্কোপ হারাতে হয়েছে। তার মধ্যে তিনি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, ঋতুপর্ণ ঘোষদের মতো বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করছেন। পাশাপাশি পীযূশ বসু, কাঞ্চন চৌধুরীর মতো বাণিজ্যিক ছবির পরিচালকদের সঙ্গে দাপটে কাজ করতেন।

তবে তার প্রাপ্য সম্মান বা তিনি যে স্তরের অভিনেতা যে সুযোগ তার পাওয়ার কথা ছিল যে প্রচার তার পাওয়ার কথা ছিল তিনি পাননি। এ নিয়ে তার কোনও ক্ষোভও দেখিনি। একটা আপশোস ছিল, অগ্রদূতের লেখা 'উদ্ধারন পুরের ঘাট' এই ছবিটির জন্য ২১ দিন শ্মশানে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অভিনয় করেন। প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন, বিপরীতে ছিলেন বম্বের বীণা। ক্ষোভের বিষয় হল ছবিটা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।

জীবন গুহ অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবি গুলো হল— 'পরমা', 'আমার ভুবন', 'গণদেবতা', 'আজব গাঁয়ের আজব কথা', 'আব্বাজান', 'শত্রু', 'জীবন নিয়ে খেলা', 'মোহনার দিকে', 'সন্ধি', 'মুখ্যমন্ত্রী', 'বিদ্রোহী', 'বন্ধন', 'লালমহল', 'পাপপূণ্য', 'পারাবত প্রিয়া', 'সংক্রান্তি', 'অমরগীতি', 'চোখের বালী', 'টগরী' প্রমুখ। শুধু বড় পর্দাই নয়, ছোট পর্দায় 'বহ্নিশিখা', 'যোগেন পণ্ডিত', 'বিবাহ অভিযান', 'আস্থা', 'শকুন্তলা', 'তাজকে বিয়ের শেষ' মতো সিরিয়ালে তার অভিনয়ের বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাই।

তিনি শুধু একজন অভিনেতাই ছিলেন না ছিলেন ভাল লেখকও। ছড়া সংকলন 'এক ঝুড়ি মজা' পাঠ্য হয়েছে।

শুধু কবিতা তিনি লিখেছেন, 'ইমান', 'তবুও জননী', 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'– মতোর উপন্যাস আমরা তার কলম থেকে পেয়েছি। তিনি ফিল্ম ডিভিশনের জন্য সম্ভবত 'ইমান' নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনাও করেছিলেন। তিনি চাইতেন মানুষের মধ্যে মহত্ব জাগানোর মতো লেখা লিখতে। তিনি তার পরিবারকে খুব ভাল বাসতেন। বিশেষতঃ তার ছেলে, দু মেয়ে এবং ছেলের মেয়ে নাতনীকে। জীবনদা যতবড় লেখক ছিলেন যত বড় অভিনেতা ছিলেন তার থেকে বড় মনের মানুষ ছিলেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করে তার পরিবারবর্গকে সববেদনা জানাই।

'জিও পাগলা' : জমজমাট কমেডি

ড. শঙ্কর ঘোষ : শৈলেশ দে'র 'জয় মা কালী বোর্ডিং' এর অনুপ্রেরণায় রবি কিনোগী নির্মাণ করেছেন 'জিও পাগলা' ছবিটি। নাটকটি যাঁরা দেখেছেন, সেই ভালো লাগা সরিয়ে রেখে এ ছবি দেখতে হবে। আর এই প্রজন্মের দর্শকদের কথা আলাদা। তারা পরিপূর্ণ মজা পাবেন এ ছবি দেখে। এই গল্পের সঙ্গে অনন্ত রূপী যীশু সেনগুপ্তের একটা আত্মিক টান থাকবে। কারণ রঙ্গনার ওই নাটকটিতে যীশুর বাবা প্রয়াত অভিনেতা উজ্জ্বল সেনগুপ্ত দ্বিতীয় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন; যে চরিত্রটি ছবিতে করেছেন হীরণ। একটু মোটা দাগের হাস্যরস হলেও দর্শকেরা প্রাণ খুলে যে হাসতে পারছেন তাই মূলত অনেক। এই মজাটা আরও জোরদার হত, যদি আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার পরিমিত থাকত। হাস্যরসের সংলাপ গুলি যদি জোরালো বাজনায় ঢাকা পড়ে যায়, তবে সেটা দর্শকদের প্রাপ্তির কাছে খানিকটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ছবির দৈর্ঘ্যও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। মেস বোর্ডিং– এর সদস্যদের পরিচয় প্রধান যেমন দৈর্ঘ, তেমনি প্রোমোটারদের দৌরাত্ম্যের অংশও বেশ দীর্ঘ। তবে পরিচালক বাহবা পাবেন নায়কদের দিয়ে তিনি যে অভিনয় করে নিয়ে এসেছেন তার জন্যে। তার নায়ক; যীশু, সোহম, হীরণ, রণি। এর মধ্যে সেরা অভিনয় দেখিয়েছেন সোহম। বিশেষ করে নারী বেশে তাঁর অভিনয়ে দর্শকেরা নির্ভেজালে আনন্দ পেয়েছেন। নারী বেশে বণির দারুণ কাজ করেছেন। যীশু কমেডি চরিত্রেও যে জমিয়ে দিতে পারেন, সারা ছবিতে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এখানে নায়িকাদের (শ্রাবন্তী, পায়েল, ঋত্বিক, কৌশানী) তেমন কিছু করার ছিল না। পার্শ্ব চরিত্রে সুপ্রিয় দত্ত এবং বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী জমিয়ে রেখেছিলেন। জিৎ গাঙ্গুলির সুরে গানগুলি মন ভরাতে পারেনি। গানে মেলোডি কম, ঢক্কানিনাদটাই বেশি। অনাবিল হাস্যরসের মধ্যে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় কাটানোর জন্যে 'জিও পাগলা' দেখা যেতেই পারে।

প্রয়াত সমরকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা যার খ্যাতি ছিল 'ছোট উত্তমকুমার' হিসাবে, পরবর্তীকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'সমরকুমার' নামে। মাস্টার সমর নামে তিনি অনেক ছবিতে কাজ করেছিলেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, সন্ধ্যা রাণী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা সহ বহু শিল্পীকে। একসময় নিয়মিত উত্তমকুমারের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করতেন বলে, সেই সময় ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিতে তার নাম হয়েছিল 'ছোট উত্তমকুমার' অগ্রগামী পরিচালিত 'শিল্পী' ছবিটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি উত্তমকুমারের ছোটবেলার চরিত্রে ছিলেন। সুচিত্রা সেনের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিখারাণী বাগ। এটি পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগের কথা। সেই সুবাদের ওই ধরনের চরিত্রে তিনি অবধারিত শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। যুবককালে তাঁর স্মরণীয় ছবিটি হল পীযূশ বসু পরিচালিত 'সুভাষচন্দ্র' সেখানে তিনি যুবক সুভাষচন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বড়পর্দার পাশাপাশি রঙ্গমঞ্চে এবং দূরদর্শনেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মাঙ্গলিকী

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যায় নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত ''বিবেকানন্দ সোসাইটির'' উদ্যোগে সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় বিবেকানন্দের আশীর্বাদ ধন্যা বিশ্ববরেণ্য লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে নিবেদিতার ঐতিহাসিক মহান সমাজ সেবামূলক জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ত্যাগী বরানন্দ, বলভদ্রানন্দ, অমলাপ্রাণা মাতাজী, অরিজিৎ সরকার, বন্দিতা ভট্টাচার্য, জয়শ্রী মিত্র, রাজেশ বসু, সমীর গাঙ্গুলি, প্রবীর ঘোষ, ব্রতজিৎ সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাসলীলা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে ''প্রয়াসের'' উদ্যোগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পদধূলিধন্য জাগ্রত গৃহদেবতা ''রাধাকৃষ্ণ'' মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্য ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের ''রাসলীলা'' মহোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কল্যাণ ব্যানার্জী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন বিশ্বনাথ সুর, শিপ্রা রায়, অমিত রায়, সুমিতা মিত্র, মৌমিতা চ্যাটার্জী, শম্পা মুখার্জী, সুমা দাস, তৃপ্তি দাস, সুজন সেন রায় ও বিনয় দাস। সাথে তবলা ও পার্কাসন বাজিয়ে মোহিত করেন প্রতিভাবান শিল্পী সমীর রায়, অরিজিৎ ব্যানার্জী ও সমীর দাস। সঞ্চালনা করেন ছবি গোস্বামী। শেষে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রয়ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক চিত্রা দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ অক্টোবর প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা চিত্রা দেব প্রয়াত হলেন। কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, অন্তপুরের আত্মকথা, আবরণে আভরনে ভারতীয় নারী বইগুলি ছিল গবেষণার ফসল। ১৯৪৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার আকাদেমি মানস রায়চৌধুরি পুরস্কার সহ নানা সম্মাননা পেয়েছেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে শ্রীজনির ভারত পত্রিকার সম্পাদক অভিজিত বেরা পত্রিকার পক্ষ থেকে তার হতে সাহিত্য সম্মান তুলে দেন। আগামী ৫ নভেম্বর অহর্নিশের আয়োজনে ভবানীপুরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের বাওয়ালিতে নিজস্ব ভবনে সংঘ সদস্যদের জমায়েতে 'বিজয়া সম্মেলন' সার্থক ভাবে উদযাপিত হল। মানুষের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সাধনের লক্ষ্যে সংঘ যে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটল এই সম্মেলনে। উৎসব শেষে বিষণ্ণ বেলায় মন ভালো করার বাঙালি দাওয়াই হল বিজয়া সম্মেলন। যদিও আজকাল এই কালচার অবলুপ্তের পথে তবুও সংঘ অনেক কিছু হারিয়ে যেতে বসা বাঙালিয়ানাকে পুনরায় জীবনদানের কাছে ব্রতী আছে কৃষ্টি–সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে। বিজয়া সম্মেলনী তেমনি এক প্রয়াস।

একের প্রাণের আনন্দ মনের সজীবতা অপরের মনপ্রাণকে আবেশিত করে তোলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী নয়। অনুশীলন ঋদ্ধ উপস্থাপনা নয়, শুধু মাত্র প্রাণের আবেগে কেউ গান শোনাল, কেউ আবৃত্তি করল, কেউ তবলা বাজাল। সংঘ সম্পাদক অনিল নস্কর যাকে যা করতে বলল সে তাই করে দেখাল। সব থেকে বড় পাওনা ৭৫ বছর বয়সী অলকানন্দা সরকারের (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য বিশারদ) ক্যারিকেচার। এই বয়সেও নীরোগ ও সুস্থ শরীরের রহস্যের ডালি খুলে সকলের জন্য কয়েকটা টিপস দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে এক গ্লাস গরম জল পান করা, স্নানের সময় নাভিতে অনেকক্ষণ ধরে জল দিয়ে নাভিকে ঠান্ডা রাখা, ঘাম যাতে গায়ে শুকনো না হয় তার জন্য ভিজে গামছা দিয়ে ঘাম মোছা, এছাড়া ব্যায়াম প্রাণায়াম তো আছেই। সর্বোপরি এ যেন প্রাণের মিলন প্রাণের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি জনার্দন পাড়ুই। বরিষ্ঠ সহ সভাপতি মদনমোহন লাহা ও দেবনাথ অধিকারী, আজীবন সদস্যা রেবা সানাতি প্রমুখ।

'জেনেসিস বার্তা' পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : গত আট বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে মাসিক পত্রিকা 'জেনেসিস বার্তা'। পত্রিকাটির পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হল গত ১৫ অক্টোবর রবিবার বিকেল ৫টায় রাণী ভবানী স্কুলের অডিটরিয়ামে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা। মঞ্চে অতিথিদের আসনে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা কেয়া দাস, বাচিক শিল্পী রাধা বিনোদিনী বিন্তী বণিক এবং সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ।

তাঁদের পুষ্প স্তবক, স্বীকৃতি স্মারক দিয়ে বরণ করা হয়। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে প্রকাশ করলেন পূজা সংখ্যাটি। অতিথিরা সুন্দরভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন গান ''জাগরণে যায় বিভাবরী''।

লেখকদেরও সম্মানিত করা হল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও বন্দোবস্ত ছিল। পত্রিকার তরফ থেকে বক্তব্য রাখলেন ওই স্কুলের শিক্ষক সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি গানও শোনালেন, ''নিভৃত প্রাণের দেবতা''। সঞ্চালনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে সামলেছেন শালিনী মুখোপাধ্যায়। সব শেষে বক্তব্য রাখলেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন পত্রিকা সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ।

শব্দকিরণের উজ্জ্বল অনুষ্ঠান জীবনানন্দ সভা ঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেখতে দেখতে ১১ বছর পেরিয়ে গেল জনাই থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসক সাহিত্য পত্রিকা শব্দকিরণ। দিনে দিনে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে অতি উন্নতমানের কবিতা, গল্প ও বিবিধ নিবন্ধে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিবিধ নিবন্ধগুলি তথ্য সমৃদ্ধ ('আবেগ' সমৃদ্ধ নয়) বিশেষ উল্লেখর দাবি রাখে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাঘরে পত্রিকার শারদ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান অতি উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশে এক অন্যমাত্রা পেল।

ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর নজরুল গীতি পরিবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন অনুষ্ঠান সভাপতি ঋষিণ মিত্র, পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি (আলিপুর বার্তার সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর উপদেষ্টা) ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, জয়ন্ত রসিক ও নিত্যানন্দ দাস। এই বিশিষ্টজনদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মুখ্য সঞ্চালিকা অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় 'বাজলো তোমার আলোর বেণু'র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে উঁচু মাত্রায় বেঁধে দেন। পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে বলেন, বাংলা ছাড়িয়ে বিভিন্ন প্রদেশে শব্দকিরণের বিস্তার ঘটছে। নবীন, প্রবীন সব কবি, লেখককে পত্রিকা লেখার খাতা খুলে দিয়েছে। কিন্তু কারুর লেখার উপরে কোনও স্বত্ব চাপিয়ে দেয় না। কোনও বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাছেও 'বিক্রী' হয়ে যায়নি।

এদিন ত্রয়ী বিশিষ্টা মহিলা, শব্দ কিরণের সহ সম্পাদিকা পুষ্পা চক্রবর্তী, সঙ্গীত শিল্পী ও পত্রিকা সম্পাদিকা অন্তরা (মুন্না) চ্যাটার্জী ও সঙ্গীতজ্ঞা, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথকে 'গৌরী বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটি' বিশেষ পদক, মানপত্র প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা জানান— এই পর্বটির পরিকল্পক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুখ্যাত প্রবন্ধক সমরজিত চক্রবর্তী খোলাখুলি ভাবে বলেন, শব্দকিরণের ধারাবাহিক প্রকাশনার জন্য সব কৃতিত্ব সহ সম্পাদিকা প্রবন্ধক পুষ্পা চক্রবর্তীর।

এদিন গানে গানে আসর মাতালেন অন্তরা মুন্না চ্যাটার্জী, অভিজিৎ বটব্যাল, পাপড়ি নাথ, শ্যামারাণী ঘোষাল, বণানী ব্যানার্জী, বালক অহিজিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, অদিতি রায়, বিশেষ বালক ধ্রুবজ্যোতি রায়, ঋষিণ মিত্র (ভাষণ সহ) ও কিশোর রণি (তবে বয়স অনুযায়ী রণির সঙ্গীত নির্বাচন ঠিক ছিল না) প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন নিত্যানন্দ দাস, বিনয় ভড়, বিকাশ দাস, সুস্মিতা বৈরাগী, দীপান্বিতা হক, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, সবিতা বেগম (অসাধারণ বিন্যাস সমৃদ্ধ কবিতা, 'বৃষ্টি স্নাত বন্ধু আমার'), সনৎ দাস, জয়ন্ত রসিক (এই প্রতিবেদকের অনুরোধে শোনালেন তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা, 'এই দেশটা সেই দেশটা নয়') প্রমুখ। আবৃত্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন স্মৃতিমাধুরী দাস (জয় গোস্বামীর কবিতা 'সৎকার গাথা', সাধারণতঃ এই কবিতাটির আবৃত্তি কম শোনা যায়), শিশুবালিকা জিনিয়া (অতি সম্ভাবনাময় আগামী দিনের আবৃত্তিকার)। মানস পোদ্দার, স্বাগতা শাল (ব্যতিক্রমী আবৃত্তিকার) প্রমুখ। রম্যরচনা পাঠে (স্বরচিত) যথারীতি 'ছক্কা' হাঁকলেন স্বনামখ্যাত লেখক সুকুমার মণ্ডল। প্রসেনজিত ভট্টাচার্যের গল্প 'সংবর্ধনা' ভালো লাগলো। প্রসেনজিতের অনুগল্প এই প্রতিবেদকের সব সময়েই ভালো লাগে; তবে তাঁর পড়ার ধরণটা পাল্টাতে হবে) প্রমুখ। সঞ্চালিকা অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়ের স্বরচিত কবিতা ('খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি'–র কথা আলাদাভাবে উল্লেখ্য— অনবদ্য রচনা)।

এদিন ডঃ বিপ্লব মজুমদার আসরে কিছুটা দেরীতে আসেন। তাঁকে মঞ্চে এনে হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে আসরে বরণ করে নেওয়া হয়। ডঃ মজুমদার এদিন কবিতা রচনা নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন (তাঁর এই বক্তব্য নিবন্ধকারে শব্দ কিরণে প্রকাশিত হলে শব্দকিরণ আরও উজ্জ্বল হবে)।

অনুষ্ঠান চলাকালীন এক ফাঁকে শব্দকিরণের শারদীয় সংখ্যার প্রকাশ ঘটে। নিত্যানন্দ দাস সম্পাদিত 'নবউদ্দীপন' পত্রিকার শারদ সংখ্যারও এদিন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। সঞ্চালিকার আসরে পরিবেশিত গানের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সহঃ সম্পাদক পুষ্পা চক্রবর্তী, সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানের অসাধারণ সমাপ্তি টানা হল 'বাংলা আমার মা' গানের সমবেত পরিবেশনের মাধ্যমে। অংশগ্রহণ করেন সবিতা বেগম, অদিতি রায়, বালক আয়ান বিশেষ বালক ধ্রুবজ্যোতি রায়, বনানী ব্যানার্জী ও গানটির পরিবেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ইদানিং গোষ্ঠীর কর্ণধার জয়ন্ত রসিক— রাত্রি ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেও রবীন্দ্রসদন চত্বরে চলল শব্দকিরণের উষ্ণ আলাপচারিতার অনুষ্ঠান—এদিন মঞ্চে আরও দুজনের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানে বরণ করে নেওয়া হয়। এঁরা হলেন সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি, শব্দ কিরণের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সনৎ দাস ও পত্রিকার প্রচ্ছদ শিল্পী কবি গৌতম সেন মহাশয়দের।

আগাম ঘোষণা : আগামী জানুয়ারিতে জীবনানন্দ সভাঘরে শব্দকিরণের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি চলেছে। পত্রিকার গ্রাহক হিসাবে যুক্ত হওয়ার জন্য ও আগামী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে যোগাযোগ করুন। সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী, মোবাইল ৯৮৩৬৬৪১১৮৩। পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, মোবাইল : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫। এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার থাকবে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

যুব বিশ্বকাপ জিতল ইংল্যান্ড, সাংগঠনিক দক্ষতায় তিলোত্তমা

অরিঞ্জয় মিত্র

যুব বিশ্বকাপ জাস্ট শেষ হল। সর্বোচ্চ গোলদাতা, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় থেকে শুরু করে পুরস্কৃত হলেন অনেকেই। কলকাতার মাটিকে কিছুক্ষণের জন্য লন্ডন

বানিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বিশ্বকাপ ঘরে নিয়ে গেল ইংল্যান্ডের ১৭ বছরের কিশোররা। তবে অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও সুচারু পরিচালনার মাধ্যমে আরেকটা ট্রফি নিঃসন্দেহে পাওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রকের। এ জন্য ফুল মার্কস দিতেই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হল যুব বিশ্বকাপের মতো মনোযোগ দিয়ে কোনও কাজে নামলে সেটা সাকার হওয়া সম্ভব। প্রাথমিকভাবে এই সদিচ্ছা থাকাটাই জরুরি।

যাক এই যুব বিশ্বকাপ থেকে টিম ইন্ডিয়ার ভাঁড়ারে অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু না এলেও কলকাতা শহরের এই সাফল্যে ক্রীড়া দুনিয়ায় দেশের নামই তো উজ্জ্বল করে তুলল। তাও পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো একটা সেমিফাইনাল অতিরিক্ত প্রাপ্তি হল বাংলার। তাতে অবশ্য কলকাতাবাসী পুরোপুরি খুশি হতে পারেন নি। কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর যেভাবে শক্তিশালী জার্মানি হারিয়ে সেমিফাইনালে যায় ব্রাজিল তাতে পুরো যুবভারতীই প্রায় শামিল হয় সাম্বা নৃত্যে। তার ওপর নাটকীয়ভাবে ব্রাজিল–ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল পেয়ে গিয়ে যথেষ্ট উল্লসিত ছিল সিটি অফ জয়ের ফুটবল পাগল জনতা। বলাবাহুল্য, সেমিফাইনালে ব্রাজিলের জয় দেখার জন্য উপচে পড়েছিল যুবভারতী। পাওলিনহোর গোল দেখার জন্য উন্মুখ ছিল গোটা স্টেডিয়াম। সেখানে নতুন তারকা হয়ে ওঠে ইংরেজ কেশরী ব্রিউস্টার। ব্রাজিলকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে যায় ইংল্যান্ড। আর কলকাতাও তাঁর স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বজায় রেখে কুর্নিশ জানায় ইংল্যান্ডকে। তাও ফাইনালে কলকাতার অধিকাংশ সমর্থকের বাজি ছিল স্পেন। পারফরমেন্স ইংল্যান্ডের কথা বললেও আবেগ জুড়ে ছিল স্পেন। কিন্তু যুবভারতীর ফাইনালে প্রথমার্ধে সমানে সমানে টক্করের পর হঠাৎ করেই দ্বিতীয়ার্ধের শেষ আধ ঘণ্টা যেন ম্যাচ থেকেই ভ্যানিশ হয়ে গেল স্প্যানিশ বাবুমশাইরা। যুব বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের ফাইনালে ৫–২ ব্যবধানে স্পেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ইংল্যান্ড। বস্তুত বড়দের বিশ্বকাপে ১৯৬৬ সালে ববি চার্লটনের সাফল্যের পর ৫১ বছর পরে কোনও বিশ্বকাপ জিতল ইংরেজরা। ফাইনালের আগে জঘন্য ফুটবল খেলেও শক্তিশালী মালিকে হারিয়ে তৃতীয় হল ব্রাজিল।

যুব বিশ্বকাপ আয়োজনে কলকাতা যে সাফল্য পেল তার আঁতুরঘর তৈরির কাজটা অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই চলছে। পেলে, মারাদোনা–সহ বিশ্ব ফুটবলের অনেক মসিহা ধন্য করে দিয়েছেন কলকাতা সফরে এসে। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোখুম–সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে। আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬–র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। সেই আর্জেন্টাইন ব্রিগেডে আরও এক তারকা ছিলেন যাকে তখনকার জমানায় মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করা হত। সোনালী চুলের অধিকারী গারেকা কিন্তু ফুটবল মানচিত্র থেকে প্রায় মুছেই যান পরবর্তীকালে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা–উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১–১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু।

তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের। দক্ষিণ কোরিয়ান জুং বং পার্কও কম যান নি কোনও অংশে। তবে ৫০–৬০ কিংবা সত্তরের দশকের পর আরও একবার ভারতীয় ফুটবলকে মাইলেজ দিয়েছিল নেহরু গোল্ড কাপ–১৯৮৪। বস্তুত সেই ফুটবলের আভিজাত্য তথা কৌলিন্য বহু যুগ পর ফেরত এল প্রাণের নগরী তিলোত্তমায়। যুব বিশ্বকাপের এই রেশ আগামী বেশ কিছুদিন যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে কলকাতা তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বিভিন্ন শীতকালীন মেলা এমনকি বইমেলাতেও হবে এর চর্চা। যা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারবে বর্তনাম প্রজন্ম।

কেন্দ্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গলায় বিঁধলো তির

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনুশীলন কেন্দ্রে এক প্রতিযোগীর ছোড়া তির লক্ষ্যভষ্ট হয়ে গলায় বিঁধলো এক খুদে প্রতিযোগীর। সোমবার ৩০শে অক্টোবর সকালে বীরভূম জেলার বোলপুর সাঁই তিরন্দাজি অনুশীলন কেন্দ্রের কবিগুরু ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনা। মণিপুরে তিরন্দাজি প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকালে অনুশীলন করছিলো তিন প্রতিযোগী। গঙ্গারামপুর গ্রামের ১৪ বছরের ফজিলা খাতুন স্কোর দেখার জন্য এগিয়ে যায়। সেসময় জুয়েল শেখ নামে এক প্রতিযোগীর ছোড়া তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফজিলার গলার ডানপাশে গিয়ে বেঁধে। সিয়ান হাসপাতালে পরে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে অস্ত্রপচার করে তিরটি বের করে চিকিৎসকরা। সুস্থ রয়েছে ফজিলা। ছটপুজোর জন্য ছুটিতে আছেন প্রশিক্ষক হরিশ কুমার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখছে আর্জেন্টাইনরা

পাঁচুগোপাল দত্ত : রাশিয়া বিশ্বকাপের আকর্ষণ অর্ধেক হয়ে যেত যদি গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা তাতে সুযোগ না পেত। যদিও যাবতীয় আগ্রহের চাহিদা মিটিয়ে শেষ পর্যন্ত মারাদোনার দেশ জানান দিয়েছেন, 'আপনি (আর্জেন্টিনা) থাকছেন স্যার। এটা না হলে বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা মেসির পক্ষেও তাহলে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। কারণ লিওনেলের যা বয়স তাতে ২০২২ বিশ্বকাপ খেলা তার পক্ষে এককথায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ২০১৮ বিশ্বকাপ তাঁর কাছে 'মরি বাঁচি' চ্যালেঞ্জ। ক্লাবের জার্সি গায়ে সফল, আর দেশের নীল–সাদা জার্সিতে ফ্লপ এই অভিযোগ মিথ্যে করতে একবার অন্তত বিশ্বকাপ আনতেই হবে মেসিকে। তবেই প্রমাণ হবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের। নইলে হাজারো রেকর্ডের পরেও তিনি ব্যর্থতার অন্ধকারেই পর্যবসিত হবেন। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনকারী রাউন্ডে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে আর্জেন্টাইনরা মোটেই স্বস্তিতে ছিল না। তাদের স্থান একসময় গ্রুপের পঞ্চম স্থানে চলে গিয়েছিল। খারাপ পারফরমেন্সের জেরে পুরনো কোচকে বরখাস্ত পর্যন্ত হতে হয়েছিল। নতুন কোচ সাম্পাওলি এসে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন ঘুরে দাঁড়াবার । যা পুরোপুরি একশো শতাংশ সাফল্য পেয়েছে। যার প্রমাণ মিলেছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে। মেসি বনাম নেইমার লড়াই অবশ্য এবার হয়নি। মেসি আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিলেও নেইমার ছিলেন না ব্রাজিল দলে। সেদিক থেকে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে নীল–সাদা জার্সিধারীরা।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপের যোগ্যতা পেয়ে যাওয়া আপাতত সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট টিম মেসির কাছে। মারাদোনার দেশ ছাড়া বিশ্বকাপ ভাবাই যায়প্রত্যেকটা ম্যাচ তাই 'ডু অ্যান্ড ডাই' সিকোয়েন্সে পৌঁছে গিয়েছিল। আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষরাও কোনও অংশে কম ছিল না। এদের মধ্যে উরুগুয়ে, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডররা যখন তখন ভালো লড়াই দিতে পারে। সাম্পাওলি ভালো মতো টের পাচ্ছেন নতুন দায়িত্ব কাকে বলে। খাদের কিনারা থেকে তিনি যদি আর্জেন্টিনাকে টেনে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে সকলে ধন্য ধন্য করবে। না হলে লবডঙ্কা জুটবে।

রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপো জয়ী পূজা দাস

রিম্পি ঘোষ: ২০১৭ সালে ভদ্রেশ্বরের দুর্গাময়ী আকাদেমিতে আয়োজিত রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ হুগলি ও চন্দননগর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত ক্যারাটে, জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে রুপো জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার উঠতি খেলোয়াড় বছর পনেরোর পূজা দাস। সদ্যসমাপ্ত এই প্রতিযোগিতায় রুপো জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সে। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী পূজা রুপো জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

মাত্র সাত – আট বছর বয়সে কোন্নগরের ভাঙড়ে সেরাফিমস হাউস স্কুলে ক্যারাটেতে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন পূজা। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার পরেই মাত্র দশ বছর বয়সে পেশাদারিভাবে তারকবাবুর কাছে এই ক্যারাটেতে হাতেখড়ি পুজার। মাত্র পাঁচ বছর ধরে সেরাফিমস হাউস স্কুলে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি পূজার। কয়েকদিন প্রশিক্ষণ দিয়েই প্রশিক্ষক তারকবাবু বুঝতে পারেন দক্ষ ক্যারাটেকার হয়ে ওঠার সব রকম গুণ রয়েছে পূজার মধ্যে। প্রায় পাঁচ বছরের একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য পুজার এই সাফল্য । ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ (২০১৩) জেতেন পুজা। পরের বছর শ্রীরামপুরে আয়োজিত আন্তঃ জেলা মহকুমা স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা জেতেন পূজা। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

এই মাত্র পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণে দমদমে আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা (২০১৪ সাল), ওই বছরেই মহকুমাস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুমিতে রুপো (২০১৪ সাল), মধ্যমগ্রামে আয়োজিত মহকুমাস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়াতে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা (২০১৫ সাল), শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলাস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে কুমিতে সোনা ও রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে কুমিতে সোনা জয়, ২০১৬ সালে কোন্নগর অগ্রণী ক্লাবে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে সোনা, শ্রীরামপুর টেনিস ক্লাবে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা, কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে আয়োজিত মহকুমাস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা (২০১৭ সাল) ও কোন্নগর হাইস্কুলে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ইত্যাদি এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে পূজার সাফল্যের ঝুলিতে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে, জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে রুপো জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে পূজা । উত্তরপাড়া মাখলা দেবেশ্বরী বিদ্যানিকেতনের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ১৫ বছরের পূজা কোন্নগর কানাইপুরের বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন বাবা মানিক দাস, বিএসএনএল – এর কর্মী। মা অঞ্জু দাস গৃহবধূ। পূজার কথায়, ভবিষ্যতে আইপিএস হওয়ার জন্য এই ক্যারাটে শেখা । তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট ও খোখো, প্রিয় খেলোয়ার মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি। অবসরে লীলা মজুমদার ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা বই এবং শেক্সপিয়র ও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইংরাজি বই পড়ে সময় কাটায় পূজা।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

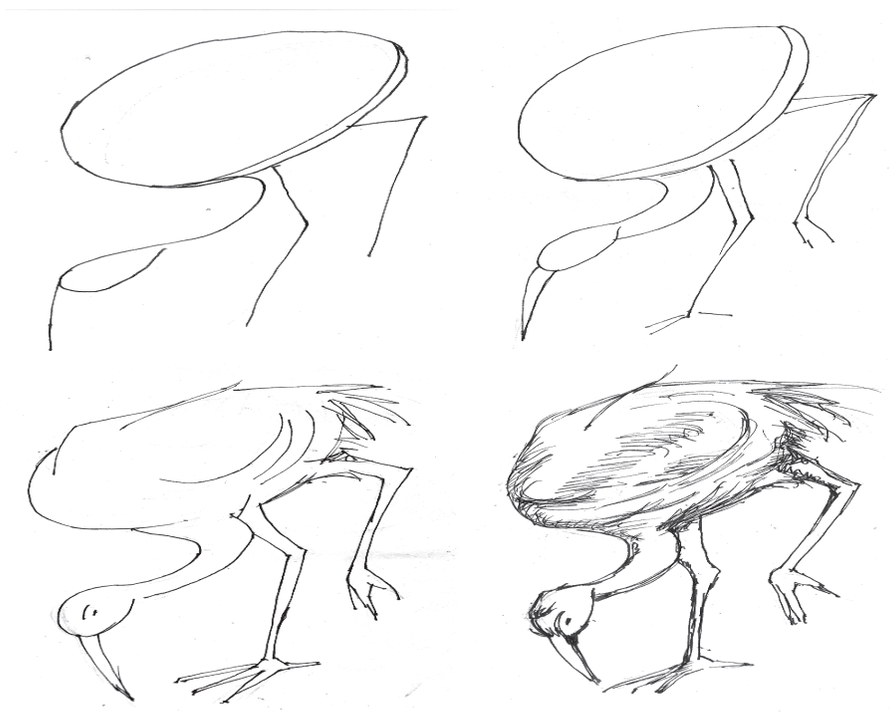

বা না বাঁ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

তোমরা যারা বাংলা পড় বা লেখ, তারা অনেক সময়ই হয়তো চন্দ্রবিন্দু নিয়ে সমস্যায় পড়ছে। ভবিষ্যতে যাতে এই সমস্যায় না পড়, সেই সম্বন্ধে আজ দু' চার কথা বলছি। এই লেখাটার শিরোনামে বা' শব্দটা দু'ভাবে লেখা হয়েছে। দু'টো বানানই কিন্তু ঠিক। প্রথম বা মানে অথবা, দ্বিতীয় বাঁ মানে বাম। এখানে বাম এর ম–অক্ষরটির পরিবর্তে চন্দ্রবিন্দু চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ছাদ ও ছাঁদ দুটো বানানই সঠিক। যেমন, বাড়ির ছাদে যে মেয়েটি খেলছে তার মুখের ছাঁদটা বেশ সুন্দর। এখানে ছাঁদ বলতে ছন্দ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সন্দেহ হলে ভেবে দেখবে কোন শব্দ থেকে কথাটা এসেছে, তাহলেই সঠিক বানানটা বুঝতে পারবে। ছেলেরা হাসছে, এখানে চন্দ্রবিন্দু নেই, কিন্তু হাঁসটা জলে নামল, এখানে হাঁস মানে হংস, তাই চন্দ্রবিন্দু। পাজি ছেলেটা পাঁজিটা ফেলে দিল, এখানে পাঁজি মানে পঞ্জিকা, তাই চন্দ্রবিন্দু।

বৈশাখ মাস, তাই ওরা মাঁস খায় না। মাঁস মানে মাংস। পথের কাদায় পিছলে পড়ে ছেলেটা কাঁদছে অর্থাৎ ক্রন্দন করছে। কাঁটাটা কাটাই ভালো। কাঁটা মানে কণ্টক আর কাটা মানে কেটে ফেলা। এরকম আরও কিছু শব্দ চাঁদা (চান্দা), সঁদুর (সিন্দুর), চাঁপা (চম্পা), ইঁদুর (ইন্দুর), দাঁত (দন্ত) প্রভৃতি।

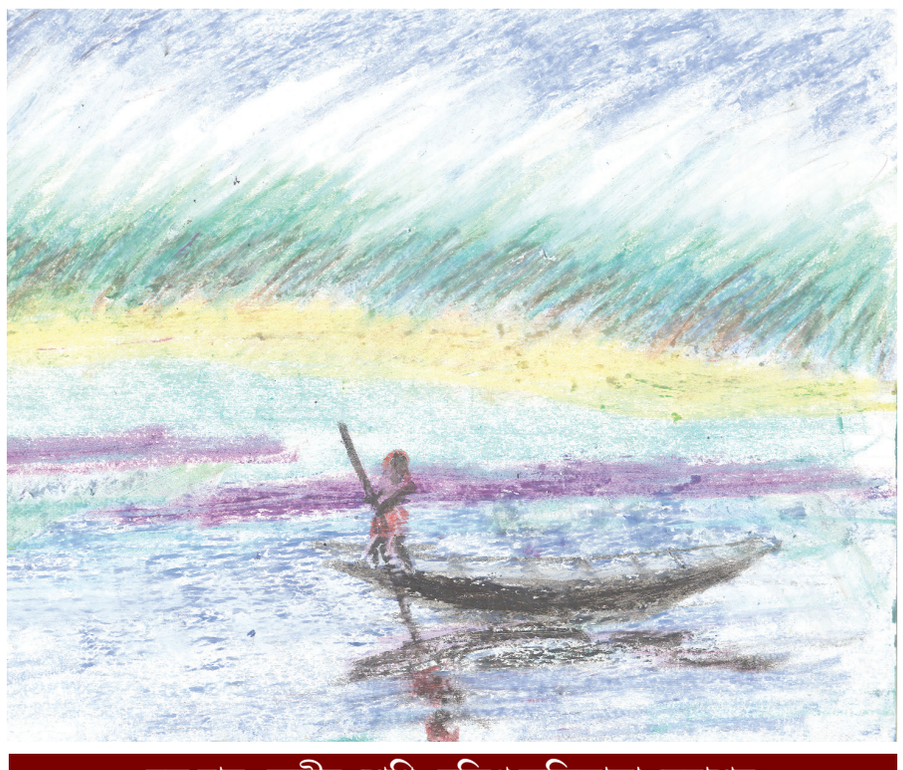

বন্ধু দাস, তৃতীয় শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com